ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-218 ■ 19 May, 2025 ■ আগরতলা ১৯ মে, ২০২৫ ইং ■ ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হৃদয়বিদারক ঘটনা

গর্ত থেকে নিখোঁজ ভাই বোনের মৃতদেহ উদ্ধার, শোক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। শহরের বুকে হৃদয়বিদারক ঘটনা। ভাই-বোনের মৃতদেহ উদ্ধার হল স্থানীয় নির্মাণ কাজের জন্য ব্যবহৃত গর্ত থেকে। ঘটনায় এলাকা জুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আগরতলা পূর্ব চানমারি এলাকায় ভাই-বোনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। বাড়ির পাশে নির্মাণ কাজের জন্য ব্যবহৃত ছোট গর্ত থেকে রবিবার সকালে তাদের মৃতদেহ ভেসে উঠে। জানা যায়, স্থানীয় বাসিন্দা কৃষ্ণ দেবনাথের ১১ বছরের ছেলে প্রসেনজিৎ দেবনাথ ৭ বছরের কন্যা প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ নিখোঁজ ছিল শনিবার থেকে। বহু খোঁজাখুঁজির পর তাদের কোনো খবর মেলেনি। এদিকে রবিবার সকাল হতেই ওই নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত গর্ত থেকে তাদের মৃতদেহ ভেসে উঠে। তাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তার বাবা মা। শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকা জুড়ে। তাদের গর্ত থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। এদিকে কিভাবে তারা এই গর্তে পড়ল তা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না বাবা মা।

এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড: মানিক সাহা। তিনি মৃত দুই ভাই বোনের অনাকাঙ্খিত মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রকাশ করে পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। খেলার ছলে মৃত্যু। আজ থেকে কয়েক বছর আগে হরিয়ানায় প্রিন্সকে জ্যান্ত উদ্ধার করার ঘটনা আজও শিহরণ জাগায় দেশবাসীর মনে। এমন হয়তো অনেক ঘটনা ঘটেছে কিন্তু একসঙ্গে গর্তে পড়ে ভাই বোনের মৃত্যুর খবর সম্প্রতিকালে শোনা যায়নি। কিন্তু শহর তলীর পূর্ব চাঁদমারি এলাকায় হৃদয়বিদারক ঘটনাটি নাড়া দিয়েছে রাজ্যে সহ দেশে। সামাজিক মাধ্যমে এ খবর ছড়িয়ে পড়তে চাঁদমারি এখন সংবাদ শিরু নামে উঠে এসেছে। নিস্তব্ধতার অন্ধকারে ডুবে গেছে গোটা চাঁদমারি এলাকা। জানা গেছে পূর্বজানির বাসিন্দা কৃষ্ণমহল দেবনাথ এর ছেলে প্রসেনজিৎ ও তার বোন প্রিয়াঙ্কা দুজনেই গতকাল ঘর থেকে বেরিয়েছিল খেলার উদ্দেশ্যে। পরে আর ঘরে ফিরেনি। পরিবারের লোকজন ও এলাকাবাসী মিলে বহু খোঁজাখুঁজির পরেও দুই ভাই বোনকে আর খুঁজে পায়নি। শেষ পর্যন্ত আজ সকালে বাড়ির পাশেই নির্মাণকালের জন্য ব্যবহৃত একটি গর্ত থেকে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। কান্নায় ভারিও আকাশ বাতাস। শুধু পরিবারের লোকজন নয় গোটা এলাকায় জুড়ে শোকের আবহ। পরে গর্তের থেকে উদ্ধার করে দমকল বাহিনী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হায়দ্রাবাদে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৮ শিশু সহ নিহত ১৭ জন, শোক

হায়দ্রাবাদ, ১৮ মে।। হায়দরাবাদের ঐতিহাসিক চারমিনার সংলগ্ন গুলজার হাউজ এলাকায় শনিবার সকালে একটি ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের মধ্যে ৮ জন শিশু ও ৫ জন মহিলা রয়েছেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই এই দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে, যদিও তদন্ত এখনও চলছে।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৬টা ৩০ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় তারা। মোট ১১টি দমকল ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেয়। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষণ রেড্ডি জানিয়েছেন, গুলজার হাউজ এলাকার একটি দোকানের উপরতলায় থাকা একটি পরিবার এই আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছি। খুবই মর্মান্তিক ঘটনা।

দোষারোপ করছি না, কিন্তু পুলিশ, পৌরসভা, দমকল ও বিদ্যুৎ বিভাগকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। আজ দমকল কর্মীদের পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ছিল না বলে শুনেছি। ভবিষ্যতে উন্নত প্রযুক্তি আনার চেষ্টা করবো। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করব।'

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রেওয়ন্থ রেড্ডি শোক প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দ্রুত ত্রাণ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন।ঘটনাস্থলটি একাধিক প্রাচীন গহনার দোকানঘেরা এলাকা, যেখানে অনেক দোকান শত বছরের পুরনো এবং একে অপরের সীমানা ঘেঁষে গড়ে উঠেছে। তেলেঙ্গানার মন্ত্রী পন্নম প্রভাকর জানান, মৃতদেহগুলো উদ্ধার করে হাসপাতাল পাঠানো হয়েছে এবং সরকার শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানাবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ঘটনার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এক্স-এ জানানো হয়েছে, 'হায়দরাবাদে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত।

মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।

মৃতদের পরিজনদের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে।'

কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ এম অনিল কুমার যাদব জানান, উদ্ধার কাজ এখনও চলছে।

'এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এলাকাটি একটি বাজার। দমকল ও অন্যান্য বিভাগ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।'

ডেপুটি পুলিশ কমিশনার স্নেহা মেহরা জানান, ভবনটিতে একটিমাত্র প্রবেশপথ ছিল। পরবর্তীতে আরেকটি প্রবেশপথ তৈরি করে দমকল কর্মীরা ভিতরে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, 'ভবনের ভিতরে অধিকাংশ মানুষ অচেতন অবস্থায় ছিলেন। এটি একটি পুরনো ভবন, যার সঙ্গে সাম্প্রতিক কিছু নির্মাণও যুক্ত। যে পথে আগুন লেগেছে, সেটি অত্যন্ত সরু।'

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন চার প্রবীণ নাগরিক - প্রহ্লাদ, মুন্নি, রাজেন্দ্র মোদী ও সুমিত্রা। শিশুরা হল - হামেয় (৭), প্রিয়াংশ (৪), ইরাজ (২), আরুশি (৩), ঋষভ (৪), প্রতম (১), অনুয়ান (৩) ও ইদ্দু (৪)। এছাড়া অন্যান্য মৃতদের মধ্যে রয়েছেন অভিষেক, শীতল, বর্ষা, পঙ্কজ ও রজনী। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনারা, সাংসদ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। সন্ত্রাস কোনভাবেই মেনে নেবে না ভারতবর্ষ। এর বিরুদ্ধে ভারত বর্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করবে। এবং এমন জঙ্গি হামলার চেষ্টা যদি ভারতের উপর হয় তাহলে ভারতীয় সেনারা এর মুখ্য জবাব দিতে প্রস্তুত আছে। আজ বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগে, সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ

জানিয়ে এক তিরঙ্গা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই একথাগুলো বলেন সাংসদ তথা বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

পাকিস্তানের জঙ্গি হামলায় অপারেশন সিঁদুর দিয়ে এর মুখ্য জবাব পাকিস্তানকে দিয়েছে ভারতীয় সেনারা। এ উপলক্ষে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৭ শে মে রাজ্যে আসছেন মথুরার মহারাজ দেবকী নন্দন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। আগামী ২৭মে শ্রী মা মনমোহনী মহাদেব মন্দির উদ্বোধন করবেন মথুরার মহারাজ দেবকী নন্দন। এই বিষয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়।

রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন মলয়নগরে আগামী ২৭ মে উদ্বোধন হবে শ্রী মা মনমোহনী মহাদেব মন্দির। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের এই ধর্মীয় মন্দিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মথুরার মহারাজ দেবকী নন্দন। এই উদ্বোধনী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোহনপুরে জঙ্গল থেকে উদ্ধার নর কঙ্কাল, সঙ্গে মোবাইল ফোন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। মোহনপুর দিঘালিয়া কলোনীর জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে হয়েছে এক নরকঙ্কাল। পাশে উদ্ধার ৩ বছর আগে নিখোঁজ ১৪ বছরের নাবালকের মোবাইল ফোন। ধারণা এই নিখোঁজ নাবালকেরই হতে পারে কঙ্কালটি। রবিবার লেফুঙ্গা থানাধীন মোহনপুর দিঘালিয়া কলোনীর জঙ্গল থেকে একটি কঙ্কাল উদ্ধার হয়েছে। নর কঙ্কালের পাশে ২০২২ সালে নিখোঁজ স্থানীয় এক ১৪ বছরের যুবকের মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। স্থানীয় এক মহিলার নজরে কঙ্কালটি আসলে স্থানীয়দের বিষয়টি জানানো হয়। পরবর্তী সময়ে পুলিশকে জানানো হলে ঘটনাস্থলে আসেন এসডিপিও মোহনপুর সব্যসাচী দেবনাথ, লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। কঙ্কাল এবং মোবাইল উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। যদিও এই বিষয়ে পুলিশের তরফে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এক প্রকার সংবাদ মাধ্যমকে এড়িয়ে গেল মোহনপুর মহকুমা পুলিশ।

মোবাইল ফোন উদ্ধারের ঘটনায় ছড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। কারণ ২/১০/২০২২ সালে এই দিঘালিয়া কলোনীর বাসিন্দা পেশায় রিক্সা চালক ভারত সরকারের ১৪ বছরের নাবালক ছেলে প্রীতম সরকার নিখোঁজ হয়।এই বিষয়ে উনারা লেফুঙ্গা থানায় মামলাও করেছিলেন।যে মোবাইল ফোনটি কঙ্কালের পাশে উদ্ধার হয় তা সেই নিখোঁজ নাবালকের বলে দাবি ভারত সরকারের। এই বিষয়ে তারা পুলিশে নিখোঁজ ডাইরি করলেও পুলিশ তাদের সন্তানকে খোঁজে পেতে ব্যর্থ হয়। তিন বছর পর মোবাইল ফোন সহ নর কঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

মাদক মামলায় পুলিশের জালে কুখ্যাত নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ মে।। মাদক মামলায় এবার পুলিশের জালে তেলিয়ামুড়ার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রসেনজিৎ রায়। অসম রাজ্যের বাজারিছড়া থানার পুলিশ তেলিয়ামুড়া থানার সহযোগিতায় তেলিয়ামুড়া শান্তিনগর এলাকা থেকে রবিবার সকালে তেলিয়ামুড়ার সার ব্যাবসায়ী তথা সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত ক্লাবের সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায়"কে গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য, গোটা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বিহার পুলিশের অভব্য আচরণ, মামলা

প্রতিবাদে রাজ্যে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে ।। বিহার সরকারের নির্দেশে বিহার পুলিশ প্রশাসন দিয়ে জননায়ক রাহুল গান্ধীর সাথে অমানবিক আচরণ ও মিথ্যা মামলা দায়ের করার ঘটনায় আগরতলায় প্রতিবাদেসরব হল প্রদেশ যুব কংগ্রেস। এদিন কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রধানমন্ত্রী ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুশ পুত্তলিকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

বিহার সরকারের নির্দেশে বিহার পুলিশ প্রশাসন দিয়ে জননায়ক রাহুল গান্ধীর সাথে অমানবিক আচরণ ও মিথ্যা মামলা দায়ের করার অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এইদিন রাজধানীর পোষ্ট অফিস চৌমুহনী এলাকায় বিক্ষোভপ্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পুড়ানো হয়।

প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীল কমল সাহা বলেন, রাহুল গান্ধী নির্বাচনী প্রচারে বিহারে গিয়েছিলেন।বিহারের আম্বেদকর হোস্টেলে দলিত ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে দেখা করার কথা ছিল উনার। সেখানে যাওয়ার পর রাহুল গান্ধিকে আটকে দেওয়া হয়। গেইট বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয় বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর মদতে। তার প্রতিবাদে এইদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে যুব কংগ্রেস।

সীমান্তে বাংলাদেশের বাঁধ নির্মাণ, বানভাসির আশঙ্কায় বিলোনিয়াবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ই মে।। সীমান্তবর্তী মুহুরি নদীর উত্তর পাড়ে বর্ষার আগেই জলবন্দি হবার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে বিলোনিয়া শহর সংলগ্ন এলাকার মানুষজন। অভিযোগ উঠেছে, আন্তর্জাতিক সীমান্ত চুক্তি লঙ্ঘন করে বাংলাদেশ সরকার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ ফুট উচ্চতার এক কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বাঁধ নির্মাণ করেছে, যেখানে কোনও জল নিঃসরণের পথ রাখা হয়নি। এর ফলে গত শনিবার রাতে মাত্র দুই ঘণ্টার টানা বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে সুকান্ত নগর পঞ্চায়েতের উত্তর বিলোনিয়া, বল্লামুখা এলাকা সহ একাধিক গ্রাম।

স্থানীয়রা জানায়, সুকান্ত নগর, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র নগর ও ঈশান চন্দ্র নগর পঞ্চায়েতের প্রায় পাঁচ শতাধিক পরিবারের উপর এই জলযন্ত্রণা চেপে বসেছে। বাঁধ তৈরির সময় আগে যে নালা ছিল তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ধরনের নির্মাণ কাজ সীমান্ত পিলার থেকে কমপক্ষে ১৫০ গজ দূরে করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এই নিয়ম লঙ্ঘন করে কোথাও ৫০ গজ, আবার কোথাও ১০ গজ দূরে এই বাঁধ নির্মাণ করেছে। এলাকাবাসীর বক্তব্য, তারা বহুবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন, রাজ্য সরকার এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুয়া পার্কের শিলান্যাস করে

নর্থইস্ট হল প্রধানমন্ত্রীর আত্মা ঃ কেন্দ্রীয় মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন, দুগ্ধ ও পঞ্চায়েতীরাজ মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং আজ মাছ চাষের জন্য ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুয়া পার্কের শিলান্যাস করেন। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে বৈদ্যুতিন বোতাম টিপে ভার্চুয়ালি তিনি এই অ্যাকুয়া পার্কের শিলান্যাস করেন। তাছাড়া তিনি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত মৎস্য উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুয়া পার্কটি ঊনকোটি জেলার সতের মিঞার হাওরকে কেন্দ্র করে ৯৯ একর এলাকায় গড়ে উঠবে। এর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৪২৩৯.৯৪ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৩৮১৫.৯৫ লক্ষ টাকা এবং রাজ্য সরকার ৪২৩.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় বহন করবে। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, মৎস্যামন্ত্রী সুধাংশু দাস বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুয়া পার্কের শিলান্যাস করে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন, দুগ্ধ ও পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আন্তরিক প্রচেষ্টায় ত্রিপুরা দ্রুত গতিতে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। শুধু ত্রিপুরা নয় সারা দেশেরই উন্নয়ন হচ্ছে। উত্তর পূর্বাঞ্চল হল প্রধানমন্ত্রীর আত্মা। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি নিয়মিত পরিদর্শন করার। কোথাও ঘাটতি থাকলে তা যেন দ্রুত দূর করা যায়। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কৃষির সাথে সাথে মৎস্য ক্ষেত্রের উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এলক্ষো তিনি প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা, মাছ চাষের পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে সারা দেশে মাছ চাষে ৩৮ হাজার ৫৭২ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। ভারত আজ বিশ্বে মাছ উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ভারতে মৎস্যচাষিদের আয় যেমন বেড়েছে তেমনি মাছ রপ্তানিও বেড়েছে। তিনি বলেন, ২০১৩-১৪ সালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,১৯ মে, ২০২৫ ইং
৪ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

তুরস্কের পাকিস্তান প্রীতি

ভারত যখন সন্ত্রাসবাদ খতম অভিযানে নামিয়াছিল তখন তুরস্ক পাকিস্তানকে সাহায্য করিবার মস্ত ভুল করিয়া বসে। এবার বোধহয় তাহার মাসুল গোনার পালা। ভারত তুরস্কের একটি অসামরিক বিমান পরিবহণ সংস্থা সেলেবি বিমানবন্দর পরিষেবার নিরাপত্তা ছাড়পত্র বাতিল করিয়াছে। পাকিস্তানের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে। ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের অধীনে ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি, সেলেবিকে একটি নোটিশ জারি করিয়া এই বাতিলের সম্পর্কে জানাইয়াছে। ভারত সরকার স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছে যে জাতির নিরাপত্তার জন্য এই পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় ছিল।পাকিস্তানের প্রতি তুরস্কের সমর্থন, বিশেষ করিয়া সাম্প্রতিক সংঘাতের সময়ে সকলের চোখে লাগিয়াছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানের পাকিস্তানের "ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণ" হিসেবে পরিচিতদের প্রতি তুরস্কের সমর্থন নিশ্চিত করিবার বক্তব্য উত্তেজনা আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। জটিলতা আরও বাড়াইয়া, তুরস্ক এবং আজারবাইজানের পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন আরও স্পষ্ট হইয়া ওঠে একটি ঘটনার মাধ্যমে যেখানে তুরস্ক পাকিস্তানকে সরবরাহ করা একটি ড্রোন ভারতে হামলায় ব্যবহার করিয়াছিল। ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ বিশ্লেষণে পাকিস্তানকে সমর্থনকারী সমর্থন নেটওয়ার্ক সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে।এই পটভূমি তুরস্কের কর্মকাণ্ডের প্রতি ভারতের কঠোর প্রতিক্রিয়ার জন্য মঞ্চ তৈরি করিয়া দেয়। সেলেবির নিরাপত্তা ছাড়পত্র বাতিল করা তুরস্কের অবস্থান এবং এই অঞ্চলের নিরাপত্তা গতিশীলতায় জড়িত থাকিবার প্রত্যক্ষ পরিণতি তাহা বলা বাহুল্য। ভারতের দৃঢ় পদক্ষেপ প্রতিকূল কর্মকাণ্ডের জন্য যেকোনও ধরনের সমর্থনের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার দৃঢ় সংকল্পকে প্রতিফলিত করে।

ভারত ও তুরস্কের মধ্যে উত্তেজনা আরও তীব্র হইয়াছে, যাহার ফলে ভারত জুড়িয়া তুরস্ককে বয়কট করিবার জন্য ব্যাপক আহ্বান জানানো হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ড্রোন হামলার ঘটনার পর পাকিস্তানের প্রতি তুরস্কের অটল সমর্থন এই অনুভূতিকে আরও উস্কাইয়া দিয়াছে। বয়কটের আহ্বান আরও জোরালো হইয়া উঠিয়াছে, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও তুরস্কের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে যোগ দিয়াছে।কারণ বিশেষ করিয়া তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পের সময় ভারত যেভাবে সর্বপ্রথম ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাহায্য করিয়াছিল তাহাকে সারা বিশ্ব কুর্ণিশ করিয়াছিল। তাহার প্রতিদানে ভারত পাইল বৈরিতা। ভারত "অপারেশন দোস্ত"-এর মাধ্যমে সাহায্যের হাত বাড়াইয়াছিল। তবে, তুরস্কের পরবর্তী পদক্ষেপগুলি, যাহা ভারত বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবে বিবেচনা করিয়াছে। যাহার ফলেই এই সিদ্ধান্ত।

পাকিস্তানকে তুরস্কের সমর্থনের আশ্বাস এবং উত্তেজনা প্রশমনের প্রচেষ্টা জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। এরদোগানের বক্তব্য তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে গভীর মিত্রতাকে তুলিয়া ধরিয়াছে। যাহা ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করিয়া এবং তুরস্কের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়নের প্ররোচনা দিয়াছে।

২০০ বছর পুরনো ভূমিকম্প-পীড়িতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত টাংমাং গ্রামে প্রথমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রীর সফর

শিলং, ১৮ মে: মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা আজ ইস্ট খাসি হিলস জেলার পাইনুরসলা সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত প্রাচীন টাংমাং গ্রাম পরিদর্শন করেন। এই প্রথমবারের মতো কোনও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এই গ্রামে পদার্পণ করলেন বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

টাংমাং গ্রামটি দুই শতাব্দীরও বেশি সময় আগে একটি বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর আশ্রয়প্রার্থী জনসাধারণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামের নাম "টাংমাং"-এর অর্থ "যথাযথ" বা "পর্যাপ্ত", যা এই জনপদের সাংস্কৃতিক গভীরতার প্রতিফলন।

গ্রামবাসীদের অসাধারণ হস্তশিল্পে মুগ্ধ হয়ে মুখ্যমন্ত্রী কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন, যাতে গ্রামটির হস্তশিল্প পণ্য বৃহৎ পরিসরে ক্রয় করে উচ্চপদস্থ অতিথিদের উপহারস্বরূপ প্রদান করা যায় এবং এই শিল্পকে মেঘালয়ের অনন্য পরিচয় হিসেবে তুলে ধরা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এটি একটি স্মরণীয় সফর। আমাদের সরকার বিশ্বাস করে যে উন্নয়ন হতে হবে সার্বিক। বড় অবকাঠামো প্রকল্পের পাশাপাশি, এমন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যা সরাসরি মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হয়।"

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর টাংমাং গ্রাম, যেখান থেকে জলপ্রপাত ও নদী বাংলাদেশের সমতলে প্রবাহিত হয়, ঐতিহ্যবাহী বাঁশ শিল্প ও বুনন কাজের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। গ্রামবাসীরা মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয় হাতে তৈরি বাঁশের সামগ্রী ও মাদুর উপহার দেন।

এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী গ্রামে একটি "হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" স্থাপনের ঘোষণা দেন। এই কেন্দ্রে আধুনিক অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি এবং আবাসন সুবিধা থাকবে যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা গ্রামবাসী দক্ষ কারিগরদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।

তিনি গ্রামবাসীদের তাদের উৎপাদন বাড়াতে, পণ্যের মানোন্নয়ন করতে এবং রাজ্যের বাইরের বাজারে প্রসার ঘটাতে উৎসাহিত করেন। সফরের সময় মুখ্যমন্ত্রী 'সিএম-কানেক্ট' সেশনেও অংশ নেন, যেখানে তিনি সরাসরি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের সমস্যার কথা শোনেন।

একজন স্থানীয় ছাত্রের অনুরোধে তিনি ঘোষণা করেন যে, টাংমাং সেকেন্ডারি স্কুলের জন্য একটি নতুন ভবন নির্মাণের অনুমোদন 'মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ উন্নয়ন তহবিল' থেকে দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করাই আমাদের লক্ষ্য। এই জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠী (ছহও) ও গ্রাম সংগঠনগুলোকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। মেঘালয় ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (থঙ্গঙ) সরকার রাজ্যের কারিগর ও তাঁতিদের সমর্থনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

খাদ্যরসিক রবীন্দ্রনাথের খাদ্য তালিকাও শৈল্পিক

তাপস চট্টোপাধ্যায়

আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের অন্যতম প্রধান ইন্দ্রিয় হল "রসনা"। পঞ্চভূতে সৃষ্ট এই মানব শরীরে ষড়-রিপুর কার্যকারণের সিংহভাগ জুড়ে থাকে রসনার আধিপত্য। রসনা তৃপ্তির এই জাগতিক খেলা থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেননি। শিশু বয়সেই খাদ্যরসিক কবির কলমে বেজেছিল তার সুললিত মূর্ছনা। মাত্র দশ বছরের রবি বাঙালীর নিত্য নৈমিত্তিক অতিসাধারণ এক খাদ্য প্রকরণকে কয়েকটি লাইনে করে তুললেন অসাধারণ, "আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি, সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে-হাপুস হুপুস শব্দ। চারিদিক নিস্তব্ধ, পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।"

খাদ্যাভ্যাসের বৈচিত্রের ঐতিহ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নামডাক কম ছিল না। অবিভক্ত বাঙলার হাতেগোনা কিছু অভিজাত পরিবারের মধ্যে ঠাকুর পরিবারের নিত্যদিনের খানাপিনায় ছিল এক অদ্ভুত স্বাতন্ত্রতার ছোঁয়া। বিশেষ করে "পূণ্যাহ" বা নববর্ষের অনুষ্ঠানে ঠাকুরবাড়ির ভূরিভোজের আয়োজনে থাকতো একাধিক নজরকাড়া রেসিপি।

দোতলার টানা বারান্দার পাথরের মেঝেতে বিছানো হতো কার্পেটের আসন, কলাপাতা ঘিরে মাটির খুরিতে পরিবেশন করা হতো কাঁচা ইলিশের ঝোল, চিতল মাছ আর চালতা দিয়ে মুগের ডাল, নারকেল চিংড়ি মাছের পোলাও, আম দিয়ে শোল মাছ সহ একাধিক সুস্বাদু পদ।

শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থেই নয়, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাস্তবিক অর্থে এক বিশ্বকবি। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষের প্রতিটি কার্যকারণের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সংযোগ। দেশ হোক বা বিদেশ, প্রাকৃতিক হোক বা নৈসর্গিক, একই রক্তমাংসে গড়া মানবজাতির জীবনচর্যায় নানান বৈচিত্র মুগ্ধ করতো তাঁকে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষার সঙ্গে আর্থসামাজিক এবং বিশেষ করে জলবায়ুর সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস তাঁর সৃষ্টিশীল চেতনার প্রেক্ষিত হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবাদপ্রতিম গিটারিস্ট ল্যারি করিয়েলকে বলা হয় ফিউসনের জনক। সংগীতের প্রচলিত প্রথা ভেঙে, সুর-তাল-লয়ের চিরাচরিত রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তাঁর গিটারে ফিউশনের ঝংকার একসময়ে আন্তর্জাতিক সংগীত জগতকে আলোড়িত করেছিল। তেমনই রবীন্দ্রনাথও ঠাকুরবাড়ির হেঁসেলে রন্ধন প্রক্রিয়ার ধারাবাহি-কতা ভেঙে নতুন নতুন ফিউসনের উপাদান যোগ করে রুচি এবং স্বাদে এক অভিনবত্ব আনতে চেয়েছিলেন। ইংল্যান্ড, স্পেন, তুরস্ক, কবি যখন যেখানে গেছেন সেখানেই সংগ্রহ করেছেন মেনু কার্ড। দেশে ফিরে ঠাকুরবাড়ির রান্নাঘরে সম্পূর্ণ দেশীয় উপকরণে সৃষ্টি হয়েছে হল্যান্ডাইজ সসে স্যামন, ব্রিটিশ পাই, হিন্দুস্থানী তুর্কি কাবাব, ফিলিপিনো চিকেন, আইরিশ টু-এর মতো একাধিক পদ। প্রাচ্যের হেঁসেলে প্রাশচাত্যের সুবাস কবিমনে এনেছে এক নবআনন্দের ছোঁয়া। খাদ্যরসিক রবীন্দ্রনা-থের পছন্দের তালিকায় প্রাথমিকতা পেতো মাছ এবং মিষ্টি। মাছের চচ্চড়ি থেকে শুরু করে দই-চিংড়ি, ভিনি গার মাছ থেকে টম্যাটো মাছ এমনই একাধিক পদ কবির রসনা তৃপ্তির উপাদান ছিল। রবীন্দ্রনাথের রন্ধনপ্রণালীর নিত্যনতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী। তাঁর রন্ধন শৈলীর বিশেষত্ব ছিল সাধারণ উপকরণে অসাধারণ স্বাদের খাবার। কাঁঠাল দই, মাছের তরকারি (যা আসলে মাছ দিয়ে নয়), পটল-চিংড়ির রায়তা, সর্ষে বাটার মাটন, দইয়ের মালপো, পাকা আম দিয়ে চিড়ের পুলি, এমনকি একবার তো কবির অনুরোধে তিনি মানকচুর জিলিপিও তৈরি করেছিলেন। স্ত্রীর হাতের নববর্ষের সবচেয়ে জনপ্রিয় মিষ্টি এলোবেঝলো ছিল কবিগুরুর সবচেয়ে পছন্দের, তবে মিষ্টির নামটা পরিবর্তন করে রেখেছিলেন "পরিবন্ধ। ঠাকুর পরিবারের মহিলাদের মধ্যে মৃণালিনী দেবীর হাতের রান্না ছিল সকলের চেয়ে আলাদা। তাঁর ট্রেডমার্ক রেসিপি ছিল তিন ইঞ্চি ব্যাসার্ধের লুচি" আর "পান্থার বাংলা" (বাঙালি মাটন)। ১৯৪১ সালে অসুস্থ অবস্থায় কালিম্পং থেকে জোড়াসাঁকো আনা হয়েছিল তখন মৃণালিনী দেবী প্রয়াত হয়েছেন কিন্তু তবু শয্যাশায়ী কবির ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এই খাবারই তাঁকে খাওয়ানো হতো। কবিগুরুর খাদ্যাভ্যাস নিয়ে প্রচলিত একাধিক গল্প থাকলেও তাঁর গুণগ্রাহীদের মুখে যে গল্পটা সবচেয়ে মুখরোচক ছিল, তা হল, "সহস্র বৎসরের ডিমের গল্প" [illegible] আমার দেখা নয়া চিন" গল্পে কবি এই গল্পের সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন। সেবার চিন সফরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন এবং চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু। কবির সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সেখানে আয়োজিত হয়েছিল এক মহাভোজের অনুষ্ঠান। কবিগুরুর আগমনে উল্লসিত চিনারা তাদের খাবারের মেনুতে রেখেছিলেন একাধিক ট্র্যাডিশনাল রেসিপি, যার মধ্যে অন্যতম ছিল হাজার বছরের পুরোনো ডিমের রান্না। অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে কবিকে ডিমের ওই পদ বানানোর যাবতীয় প্রণালীর বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছিলেন; প্রথমে মাটির মধ্যে নুন মিশিয়ে তারপর কয়েকটা ডিমে সেই প্রলেপ মাখিয়ে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করে রাখা হতো মাটির নিচে। যতক্ষণ না পর্যন্ত ডিমের সাদা অংশ কালচে হতো ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো খাওয়ার উপযোগী হবে না। খাদ্য প্রস্তুতির সেই অখাদ্য বিবরণী কবির সঙ্গীদের যতটা উৎকণ্ঠা উদ্রেক করছিল কবিকে ততটাই শান্ত নিরুত্তাপ মনে হচ্ছিল। এরপর এসেছিল সেইসব খাদ্যের গলাধঃকরণের মহেন্দ্রক্ষণ। প্রত্যেকের পাতে পরিবেশিত হলো বেশ কয়েকখানা করে সহস্র বছরের ডিমের পদ। একদিকে আতিথেয়তা রক্ষা অন্যদিকে খাদ্যের উপকরণ, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে কবির সফরসঙ্গীরা যখন বেসামাল তখন দেখা গেল গুরুদেব অম্লান বদনে একের পর এক ডিম খেয়ে যাচ্ছেন। অতঃপর এক যাত্রায় পৃথক ফল সম্ভব নয় ভেবে অনিচ্ছা স্বত্তেও তাঁরাও খাবারে মনোযোগ দেন। এরপর যা হয়, তা একেবারেই কাম্য ছিল না। রাত থেকেই নন্দলাল বসু এবং ক্ষিতিমোহন সেন দুজনেই বমি আর পেটের যন্ত্রণায় কাহিল হয়ে পড়েন। এহেন অবস্থায় গুরুদেবকে সুস্থ সবল দেখে তাঁরা নিশ্চিন্ত হওয়ার চেয়েও অবাক হয়ে কারণটা জানতে চান। গুরুদেব নির্বিকার চিত্তে জানান যে, তিনি তো একটা ডিমও খাননি, ওই সব অখাদ্যগুলো কৌশলে নিজের লম্বা শ্মশ্রুর (দাড়ি) ভিতর দিয়ে জোব্বার মধ্যে সংরক্ষণ করে দিয়েছিলেন। শৈশবে মাতৃহারা কবি ছিলেন ভালোবাসার কাঙাল। কেউ ভালোবেসে যখন যেমন পরামর্শ দিতেন, রবীন্দ্রনাথ অক্ষরে অক্ষরে তা মেনে চলার চেষ্টা করতেন। গুণগ্রাহীদের প্রতি এই ভালোবাসা কখনও কখনও তাঁর খাদ্যাভ্যাস-কেও প্রভাবিত করতো। তাঁর অনুগত শিষ্যা রানি চন্দ লিখেছিলেন, গুরুদেবের জন্য দিনের বরাদ্দ ছিল দেশি প্রদ্ধতিতে মাছ, মাংস, শাক সবজি রান্না কিন্তু রাতের ডিনার টেবিলে স্থান পেতো বিলাতি খাবার। একবার এক পন্ডিত অতিথি শাস্ত্র পুরাণের অনুষঙ্গ টেনে পরামর্শ দিলেন হবিষান্নই একমাত্র শরীরের পক্ষে উপযোগী আহার। ব্যাস, অমনি লোক ছুটলো হাটে, কুমোরের ঘর থেকে এলো সদ্য পোড়া লাল মাটির মালসা। এবেলা ওবেলা নতুন মালসায় হবিষান্ন খেয়ে গুরুদেব খুব খুশি হয়ে বললেন, এই এতদিনে ঠিকটি হল। কিছুদিন পরেই তাঁর এক বিদেশি বন্ধু জানালেন, ডিমে আছে সব রকমের খাদ্যগুণ। পরদিন থেকেই চাল কাঁচকলা সরে গেল, গুরুদেব কাঁচা কাঁচা ডিম পেয়ালায় ঢালেন, নুন গোলমরিচ মিশিয়ে চুমুক দেন তাতে। আবার কবে এলেন এক আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ, আর তাঁর সঙ্গেই শুরু হল গ্লাস গ্লাস তেঁতো নিমপাতার রস খাওয়া। বনফুল তাঁর "রবীন্দ্রস্মৃতি" গ্রন্থে কবিগুরুর খাওয়া আর খাওয়ানোর গল্প লিখেছিলেন, একবার খুব ভোরে শান্তিনিকেতন পৌঁছেছেন বনফুল। অন্ধকার কাটেনি তখনও, ঠান্ডাও খুব। অথচ অনতিবিলম্বে স্নান সেরে ব্রেকফাস্টের টেবিলে হাজির রবীন্দ্রনাথ। সেদিন আটাত্তর বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথের প্রাতরাশের পুংখানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে গিয়ে বিহ্বল বনফুল লিখেছিলেন, "নীলমণি খাবার নিয়ে প্রবেশ করল। দেখলাম প্রকান্ড একটি কাঁসার থালার মাঝখানে রুপোর বাটি দিয়ে কি যেন একটা ঢাকা রয়েছে। আর তার চারপাশে তরকারির মতো কি যেন সাজানো রয়েছে সব। কোনওটাই পরিমাণে বেশি নয়, কিন্তু মনে হল সংখ্যায় অনেকগুলো। বারো-চোদ্দ রকম।" বাটিটা তুলতেই বেরিয়ে পড়ল অনেকখানি ক্রীম। অন্য জিনিসগুলো নানারকম ডাল আর ফল ভেজানো। বনফুল লিখেছেন, "লক্ষ্য করে দেখলাম মুগের ডাল, ছোলা, বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, আখরোট তো আছেই, আরো নানা রকম কি আছে, একটা তো উচ্ছের বিচির মতো দেখাচ্ছিল। নীলমণি দুটো কাঁচা ডিম ভেঙে একটা ডিশে করে দিয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাতে গোলমরিচের গুঁড়ো আর নুন দিয়ে নিলেন। নীলমণি দু-টুকরো মাখন মাখানো রুটিও আনল। রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই ডিশে চুমুক দিয়ে ডিমটা খেয়ে নিলেন। তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে দুটো শিশি বের করলেন। একটা দেখলাম, মার্কের গ্লুকোজ আর একটা স্যানাটোজেন। দুটো থেকেই দু'চামচ বার করে মেশালেন ক্রীমের সঙ্গে তারপর কিসমিস পেস্তা সহযোগে খেতে লাগলেন সেটা। পরক্ষণেই কফি এলো। কাপে নয়, কেতলিতে। কফি "ক্রু করার যে বিশেষ ধরনের কেতলি থাকে তাতে।" এরপর রুটি দুখানায় পড়ল মধু, বনফুল দেখলেন সেটা অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি। মুখ মিষ্টি হয়ে গেছে বলে এলো মুড়ি আর কুসুম বীজ ভাজা। তারপর টাটকা খেজুর রস। এত কিছু অদ্ভুত অভাবনীয় খাদ্যশৃঙ্খলার মধ্যেও অতিথি আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি ছিল না। বনফুলের জন্য প্রাতঃরাশের মেনুটায় ছিল খাঁটি বাঙালিয়ানার ছোঁয়া। একই টেবিলে এসেছিল ফুলকো লুচি, আলুর ছেঁচকি, গরম সিঙাড়া, কচুরি, সন্দেশ, সামান্য বিদেশি আঙ্গিকে কেক, বিস্কুট, আপেল, কলা, সঙ্গে চায়ের সরঞ্জাম। করিগুরুর খাদ্যতালিকার বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক সুগন্ধি শৈল্পিক রস ফুটে উঠেছিল, রানি চন্দের স্মৃতিকথায়, চিনে চাই পছন্দ করতেন তিনি। সে চা"ও শুকনো বেল জুইয়ের। গরম জলে পড়লেই শুকনো পাপড়িগুলো খুলে ফুলের আকার নিত, আমরা দেখে চিনতাম এটা যুই, এটা বেলি। কখনো থাকতো শুধুই চন্দ্রমল্লিকা খুদে খুদে আকারের। শুকনো ফুল, গুরুদেব বোধহয় এই ফুলকেই বলতেন "সেঁজুতি"।

তিনি এসেছিলেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকে একই সুরে বাঁধতে, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান" এর মতোই ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যাভ্যাস আর তার স্বাদ গন্ধকে একই ছন্দে গাঁথতে। তাই তো তাঁর সৃষ্টি তাঁকে বিশ্বময় করেছে। তাই তো তিনি শতবর্ষ পরেও সবকিছুতে আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পাক অধিকৃত কাশ্মীর শুধু নয় ভারতের লক্ষ্য বেলুচিস্তানের স্বাধীনতাও

ড. কুমারেশ চক্রবর্তী

গত বাইশে এপ্রিল কাশ্মীরে ২৬ জন নিরীহ হিন্দু পর্যটককে বেছে বেছে হত্যা করেছে চারজন পাকিস্তানের মদনপুষ্ট ন জঙ্গি। যেসব মহিলার মাথায় সিঁদুর আছে, সঙ্গে সঙ্গেই তার স্বামীকে হত্যা করেছে। এমনকি এল সন্দেহের বসে একজন হিন্দু পর্যটককে প্যান্ট খুলে দেখে হত্যা করা হয়েছে। সদ্য বিবাহিত হানিমুনে আসা দম্পতি সহ প্রবীণ ব্যক্তি এট কাউকেই তারা ছাড় দেয়নি। এই নির্মম র হত্যাকাণ্ড করেছে টি আর এফ অর্থাৎ দা বেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট। অথচ তাদের বিবৃতি জারির আগেই পাকিস্তান সরকার বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে এ দেয় যে, এটা ভারতের নিজস্ব নাগরিকের ওপর অত্যাচারের প্রতিফল কোন জঙ্গি গোষ্ঠী এর জন্য দায়ী নয়। কিন্তু তারপরেই এই হত্যার দায়ভার স্বীকার করে টি আর এফ। তাই আমি প্রথমেই টি আর এফ এর একটু পরিচয় দিয়ে রাখি।

২০১৯ সালে ভারতের সংবিধান থেকে এব ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের পরে এই সন্ত্রাসবাদি সংগঠনের জন্ম। এরা আসলে পাকিস্তানের সংগঠন। এদের মূল লক্ষ্য হলো কাশ্মীরে আসা - শ্রমিক, কাশ্মীরি পণ্ডিত এবং কাশ্মীরের - স্থিতাবস্থা নষ্ট করা। লস্বর, জয়েস মোঃ, হিজবুল মুজাহিদীন সহ একাধিক জঙ্গি গোষ্ঠীর লোকেদের এরা নিযুক্ত করে, আর এই সমগ্র সংগঠনের নেপথ্যে মদত ও অর্থ যোগায় দল পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। আলোচ্য সন্ত্রাসবাদী সংস্থার জন্মদাতা হচ্ছে, জী লস্কর কমান্ডার শেখ সাজ্জাদুল, এদের মূল ৬৮ মাথা হচ্ছে সাইফুল্লাহ খালিদ। এদের হাতেই। গত বছর জুন মাসে কাশ্মীরের এইসি জেলায় ১০ জন নিরাপরাধ তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। - জানা গেছে ফেব্রুয়ারি মাসে সাইফুল্লাহ নাকি ই পাকিস্তানের কাঞ্চনপুরে পাক সেনা ব্যাটেলিয়ানের সামনে বক্তৃতা দেন, তিনি বলেন, "২০২৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই আমরা সমগ্র কাশ্মীর দখল করে নেব এবং আমাদের মুজাহিদরা ভারতে আরো ভয়ংকর নৃশংস হামলা চালাবে।" গতবছর অ্যাবটাবাদের এর জঙ্গলে শইফুল্লাহকে দেখা গেছে। অ্যাবটাবাদ ' বলতে মনে আছে, এখানেই এক বাড়িতে সপরিবারে লাদেন কে হত্যা করেছিল মার্কিন নৌ সেনারা। নিরাপরাধ হিন্দু পর্যটকদের বেছে বেছে শহত্যার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে সারা ভাবত। তার ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, যারা এই -ও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এবং যারা এই - হত্যাকারীদের মদত দিয়েছেন প্রত্যেককে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে। প্রত্যেকটি নিহতের পরিবার এই ঘটনার ন্যায়বিচার দল পাবেন। ইতিমধ্যেই ভারত সরকার কয়টি পদক্ষেপ নিয়েছেন যার মধ্যে সবচেয়ে ও গুরুত্বপূর্ণ হলো সিন্ধু জল চুক্তি বাতিল করা। তাছাড়া পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত প্রকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে, পাকিস্তানের কোন দ্রব্য আমদানি করা বা রপ্তানি করা হবে না। পাকিস্তানকে ভারতীয় আকাশ সীমা, জলসীমা বা স্থল সীমা ব্যবহার করতে দেয়া হবে না। পাকিস্তানের সমস্ত পণ্য ভারতে ঢোকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এমনকি সমস্ত বন্দরের পাকিস্তানি জাহাজ বা পাকিস্তানী পতাকা বাহি কোন জাহাজকে ঢুকতে দেয়া হবে না। তাছাড়া ভারতে থাকা সমস্ত পাকিস্তানিদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের দেশে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন না করা হলেও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। তাছাড়া আন্তজাতিক মঞ্চে বিশেষ করে রাষ্ট্রসজে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রমাণসহ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে এবং পাকিস্তানকে যাতে আই এম এফ বা আন্তজাতিক অর্থভাণ্ডার কোন ঋণ কিংবা সাহায্য না দেয় তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ভারত।

ভারতের আলোচ্য সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণের ফলে পাকিস্তান নিদারুণ আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে। ভারতীয় পণ্য সরবরাহ বন্ধ হওয়াতে সেখানে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। জিনিসপত্রের। দাম আকাশ ছোঁয়া। সবচেয়ে সংকটে পড়েছে পাকিস্তান সিন্ধু চুক্তি বাতিল হওয়ার ফলে। সিন্ধু নদের আশি শতাংশ জল ভারত পাকিস্তান কে দেয়। এর ওপরে পাকিস্তানের সমগ্র সেচব্যবস্থা টিকে আছে। এই জল বন্ধ হওয়ার ফলে পাকিস্তান এখন সুখা মরুভূমিতে পরিণত হতে চলেছে। একইসঙ্গেই ভারত কৌশলগতভাবে বিভিন্ন নদনদীর জল বিভিন্ন বাঁধের মাধ্যমে যে নিয়ন্ত্রণ করত পাকিস্তানকে বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য, পহেলগাও হত্যাকাণ্ডের পর সেইসব গেট খুলে দেয়া হয়েছে। ভারত আর জল নিয়ন্ত্রণ করছে না বরং আটকে থাকা জল ছেড়ে দেয়ার ফলে পাকিস্তানের একাংশ বন্যায় ভেসে গেছে।

অপারেশন সিন্দুর- পহেলগাঁও ঘটনার ঠিক ১৫ দিনের মাথায় ভারত সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করল, যে সামরিক অভিযানের নাম দেয়া হয়েছে অপারেশন সিঁদুর। অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ এই নাম। কারণ সন্ত্রাসবাদীদের হত্যায় অধিকাংশ মহিলার মাথার সিঁদুর মুছে গেছে। তাই তাদের সম্মান জানাতে এবং তাদের প্রতিশোধ নিতেই এই অভিযানের নাম দেয়া হয়েছে অপারেশন সিন্দুর। শোনা গেছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই নামটি দিয়েছেন। সাত ই মে মধ্যরাত্রে রাত একটা পাঁচ থেকে দেড়টার মধ্যেই ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ভেতরে ঢুকে নয়টি প্রধান খাঁটি সহ পাক অধিকৃত কাশ্মীরের অধিকাংশ সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারতের বিমান বাহিনী এবং তারপর থেকেই লাগাতার চলছে ভারতের এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অভিযান। করাচি বন্দর, করাচি বন্দরের নৌবাহিনী, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, রাজধানী ইসলামাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের অস্ত্রাগারগুলিকে ভারতীয় বিমান বাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছে। যদিও পালটা হিসেবে পাকিস্তান প্রচুর পরিমাণে ড্রোন এবং বিমান হানা চালিয়েছে ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে। কিন্তু ভারতের আকাশ রক্ষাকারী সুদর্শন পাকিস্তানের এই সব রকমের প্রচেষ্টা আকাশেই ধ্বংস করে দিয়েছে। গত ২/৩ দিনে প্রায় ৫০০ ড্রোন এবং সাত বিমানকে দধ্বংস করেছে ভারতের সুরক্ষা অস্ত্র সুদর্শন যার আসল নাম এস ৪০০। পাকিস্তান ভারতের অপারেশন সিন্দুরের যোগ্য জবাব দিতে না পেরে সীমান্তবর্তী ভারতের অসামরিক নাগরিকদের ওপর যথেচ্ছ গুলি বর্ষন করছে, বোমাবর্ষণ করছে ড্রোনের মাধ্যমে। যাতে নিরীহ ৫০ ভারতীয়র মৃত্যু ঘটছে। পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এখন অত্যন্ত শোচনীয়। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে আকাশ ছোঁয়া। খাদ্য নেই, পানি নেই, অস্ত্র নেই। এই অবস্থায় পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতেও একটা অভ্যুত্থান ঘটে গেছে পাকিস্তান স্বীকার না করলেও শোনা যাচ্ছে তাদের সেনা প্রধানকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

বালুচিস্তানের স্বাধীনতা -পাকিস্তানের এই নাস্তানাবুদ অবস্থায় ভারতের প্রায় ১৪০ কোটি মানুষের ইচ্ছা এই সুযোগে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা হোক এবং চিরতরে সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করতে এটা খুবই জরুরী।

ভারতের সব মহল থেকেই এই দাবি উঠেছে এই দাবির সঙ্গে আবেগ এবং প্রতিশোষের মানসিকতা জড়িয়ে থাকলেও এটা খুব ন্যায় সঙ্গত এবং অত্যন্ত সময়োচিত দাবি। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর আন্তজাতিক সম্পর্কের পড়ুয়া এবং অধ্যাপক রূপে যে সামান্য জ্ঞান আমার হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি ভারত এই চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। তার প্রধান কারণ পাক তাধিকৃত কাশ্মীরে ভারতের মাটি মোটেই শক্ত নয়। ভারতের লক্ষ্য এখন বালুচিস্থানের স্বাধীনতা। পাকিস্তানের ডামাডোলের মধ্যে বালুচ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা চরম আঘাত হেনেছে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ওপর। ফলে তারাও এখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। বালুচিস্থানের অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর ও পাকিস্তানের সামরিক ঘাঁটি এবং বালুচিস্থানের রাজধানী কোয়েটা বিদ্রোহীরা দখল করে নিয়েছে। পাকিস্তান আর্মির শিবির ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ফলে পড়ে থাকা প্রচুর পরিমানে অস্ত্র, গোলাবারুদ কামান যুদ্ধের বিভিন্ন ধরনের রসদ এখন বালুচ বিদ্রোহীদের হাতে। এমনকি বেশ কয়েকটি সামরিক বিমান তারা দখল করে নিয়েছে। বালুচরা চিরকালই অত্যন্ত স্বাধীনচেতা যোদ্ধা জাতি। নির্ভীক অকুতোভয় দক্ষ সৈনিক হিসেবে তাদের আন্তজাতিক খ্যাতি আছে। তাই ব্রিটিশ আমলে শুধু বালুচদের নিয়েই ব্রিটিশ সরকার তৈরি করেছিল বালুচ রেজিমেন্ট। বালুচিস্থান এককালে ছিল হিন্দু রাজ্য। সেবা রাজবংশ এখানে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছে। পরবর্তীকালে মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়। তারপর মোগলদের কাছ থেকে অঞ্চলটি ছিনিয়ে নেয় পারস্য সম্রাট। আরো পরে পারস্যের হাত থেকে মুঘলরা এই অঞ্চলটিকে উদ্ধার করে। কিন্তু কোনকালে বালুচ জাতি কোন সাহাজ্যের অধীনতা স্বীকার করেনি। তাই ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পরে বালচিস্থান নিজেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছিল। ২২৭ দিন পর্যন্ত তারা স্বাধীন ছিল। অনেকেই চেয়েছিলেন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে। কিন্তু সেই সময়ের এক প্রাদেশিক নেতা যান মীর হঠাৎ জিয়ার সঙ্গে এক গোপন চুক্তি করে বালুচ জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু কোনদিনই এই প্রদেশের মানুষরা পাকিস্তানের অংশ বলে নিজেদের মনে করেনি। ফলে পাকিস্তান বালুচ জাতির ওপর নিদারুণ নির্যাতন শোষণ ও শাসন চালিয়ে এসেছে, ঠিক যেমন তারা পূর্ব পাকিস্তানের ওপর করেছিল। বালচিস্থানের কোন প্রকার উন্নয়ন দিকে পাকিস্তান নজর দেয়নি। তাই পাকিস্তানের সর্বাধিক আয়তন বিশিষ্ট প্রদেশ হওয়া সত্বেও সবচেয়ে দরিদ্র প্রদেশ হিসেবে থেকে গেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প উন্নয়ন, কৃষি, সড়ক, পানীয় জল কোন কিছুতেই পাকিস্তান বালুচিদের ওপর নজর দেয়নি। তাই পাকিস্তানে শিক্ষার হার যেখানে শতকরা ৪৭ শতাংশ সেখানে বালুচিস্তানের শিক্ষার হার মাত্র কুড়ি শতাংশ। অথচ উচ্চশিক্ষিত মানুষের সংখ্যাও এখানে বিস্ময়কর। এখানকার। কোর অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। অথচ প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেষ্ঠ ভান্ডার এখানে। বিভিন্ন রকমের খনিজ দ্রব্য, প্রাকৃতিক গ্যাস এমনকি সোনার খনিও রয়েছে। অথচ তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত বালুচরা। অনেকটা হীরক রাজার দেশের মতো। তাই বালুচরা চির বিদ্রোহী জাতি। এমনকি একটা সময় স্বাধীন সরকারও তৈরি হয়েছিল। সেই সরকার এখন কানাডায় অবস্থিত। তার প্রধানমন্ত্রী নায়লা কাজমী ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। ২০১৬ সালে লাল কেল্লার ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি বালুচ স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলেছিলেন। তার পর থেকেই সংগ্রামীরা সকলেই ভারতকে তাদের অন্যতম প্রধান বন্ধু বলে মনে করে। নির্বাসিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী ডক্টর নায়লা কাজমি ২১,২২.২৩ সালে ভারতে এসেছেন এবং সরকারের উচ্চপদস্থ আমলা ও মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তারা চায় বালুচিস্থানের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত তাদের পাশে থাকুক যেমন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত ছিল প্রধান সহায়ক।

তাই ভারত এখন পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরকে মুক্ত করার থেকে বালুচিস্থানের স্বাধীনতার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। কৌশলগত দিক থেকে তারা চাইছে পাকিস্তানকে খন্ড-বিখন্ড করতে। বালুচিস্থান ও পাখতুনিস্তান, দুটি প্রদেশ যা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সক্রিয়। এই দুই জাতির মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করে তাদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে সফল করে তুলতেই ভারত বেশি আগ্রহী।

সর্বশেষ খবর, বালুচিস্তানের তিনটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী বালোচিস্থান লিবারেশন আমি, বালুচিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট এবং বালোচ রিপাবলিকান গার্ডস তিন দিক থেকেই পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনকে ঘেরাও করে ফেলেছে। অনেক জায়গা থেকেই পাকিস্তান সেনা ও পুলিশ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। দশ তারিখে কোয়েটার ফাইজাবাদের পাক সেনাঘাঁটিতে বি এল এ হামলা চালায়। দিববিতে একটি সেনাঘাটির ওপরও হামলা চালানো হয়। তাছাড়া কেচ, মাসতুং এবং কাঁচিতেও বিদ্রোহীরা হামলা চালিয়ে সামরিক স্থানগুলি দখল করে নেয়। পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে দেয়া হয়।

পাকিস্তান প্রশাসন বলে এখন এখানে কিছু নেই বললেই চলে। মাত্র কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শহিদ খরুন আববাসী বলেছিলেন, বালুচিস্তানের ওপর পাক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ খুব শীঘ্রই চলে যাবে। পাকিস্তানের এক সরকার বিরোধী নেতাও বেশ কিছুদিন ধরে এই কথাটাই তার নিজের মহলে বারবার বলেছেন। তিনি এগু বলেছেন, সরকারের উচিত ভারতের পেছনে না লেগে নিজের ঘর সামলানো। পুনশ্চ: এই লেখা শেষ করার পর জানলাম মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চাপে নরেন্দ্র মোদী যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছেন। ভারতের রাজনীতি যাই হোক, বালুচ রাজনীতির কোন পরিবর্তন হবে না এটা আমি নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে কংগ্রেস কর্মীদের এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন।

অভিনেতা থেকে জাদুকর! "বাগবান"-এর বড় ছেলের চরিত্রে অভিনয় করা অমন বর্মা এখন ম্যাজিক শো করছেন, বললেন- 'পাপি পেট কা সওয়াল হ্যায়'

নতুন দিল্লি, ১৮ মে : বলিউডের জনপ্রিয় সিনেমা "বাগবান"-এ অমিতাভ বচ্চনের বড় ছেলের চরিত্রে অভিনয় করা অমন বর্মা আজকাল একেবারে নতুন রূপে ধরা দিয়েছেন দর্শকদের সামনে। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তিনি স্টেজে দাঁড়িয়ে জাদু দেখাচ্ছেন। ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা ভিডিওতে অমন বর্মা একটি শ্যাম্পেন বোতলকে কাগজের পেছনে লুকিয়ে জাদুর মতো উধাও করে দিচ্ছেন। দর্শকরা তালি দিচ্ছেন, আর ভিডিওটির ক্যাপশনে অভিনেতা লিখেছেন, 'পাপি পেট কা সওয়াল হ্যায়'

এই ভিডিওটি এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ বার দেখা হয়েছে, এবং অনেকেই ভাবছেন, তবে কি তিনি অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন? এক ভক্ত প্রশ্ন করেন, 'ভাইসাহেব, এই লাইনে কীভাবে এলেন?' জবাবে অমন বলেন, 'পেট চালাতে হয় বন্ধু, কী করবো?' আরেকজন লেখেন, 'এত ট্যালেন্টেড একজন অভিনেতাকে এইসব করতে হচ্ছে দেখে খারাপ লাগছে।' তাতে অমন বর্মার জবাব, 'কাজ তো কাজই হয়। বড় কি ছোট?'

একজন ট্রোল করে লেখেন, 'স্যার, আপনি এখনো বেঁচে আছেন? শুনে অবাক হলাম!' অমন বর্মার কড়া জবাব, 'বাবু, তুমি বুড়ো হয়ে যাবে, আর আমরা এখনো আগের মতোই থাকবো। যেমন ছিলাম ২৫ বছর আগে!'

তবে এই ভিডিও ঘিরে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে, এক সাক্ষাৎকারে অমন বর্মা পরিষ্কার জানান, এটি একটি ফিল্মের চরিত্র অনুযায়ী করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি অভিনয় ছাড়েননি।

প্রসঙ্গত, অমন বর্মা ১৯৯৫ সালে 'পঞ্চপঞ্চ খাম্বে লাল দিওয়ারে' নামক ধারাবাহিকে অভিনয়ের মাধ্যমে তার ক্যারিয়ার শুরু করেন। এরপর তিনি "খুলজা সিম সিম", "কিউঁকি সাস ভি কভি বহু থি" সহ একাধিক জনপ্রিয় টিভি শোতে কাজ করেছেন। বলিউডে "সংঘর্ষ" ও "রাজ" সিনেমায় তার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। তিনি "বিগ বস ৯"-এ প্রতিযোগী হিসেবেও অংশ নিয়েছিলেন। বর্তমানে নতুন ভূমিকায় দেখা গেলেও, ভক্তদের মন থেকে এখনও মুছে যায়নি তাঁর "বাগবান"-এর পারফরম্যান্স।

অমন বর্মার এই নতুন যাত্রা নিয়ে নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া মিশ্র হলেও, তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন 'জীবন মানেই পরিবর্তন, আর আমি সব রকম চরিত্রেই নিজেকে প্রমাণ করতে চাই।'

"আমি পাকিস্তানের দুলাভাই" — ট্রোলিংয়ের জবাবে আসাদুদ্দিন ওবাইসি ঠাট্টা, বিদেশ সফরের আগে বললেন, "ভারতের পক্ষেই দাঁড়াবো"

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: হায়দরাবাদের সাংসদ ও এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওবাইসি আবারও সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছেন। পহেলগাঁওয়ে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী হামলার পর পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করার ফলে তিনি পাকিস্তানি সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলগুলোর নিশানায় পড়েছেন। তবে এই ট্রোলিং নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি হাসতে হাসতে বলেন, "আমি তো পাকিস্তানের দুলাভাই (জামাই) হয়ে গেছি।"

ওবাইসি বলেন, "ওরা কাউকে এত সুন্দর, এত স্পষ্টভাষী সহ্য করতে পারে না। ওরা পুরো ভারত থেকে শুধু আমাকে দেখে। আমাকে দেখো, আমাকে শোনো তোমাদের জ্ঞানের ঘাটতি দূর হবে, মাথার ঘাস পরিষ্কার হবে।"

উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারত সরকার ওনাকে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক মহলে তুলে ধরতে গঠিত সাতটি প্রতিনিধি দলের মধ্যে একজন হিসেবে মনোনীত করেছে। এই সফরের লক্ষ্য হল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বে কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা।

প্রসঙ্গত, এআইএমআইএম-এর একমাত্র সাংসদ হওয়ায় শুরুতে ওনাকে সর্বদলীয় বৈঠকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সরকারের বক্তব্য ছিল, অন্তত পাঁচজন সাংসদবিশিষ্ট দলগুলিই বৈঠকে অংশ নিতে পারবে। কিন্তু ওসির আপত্তির পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজে তাঁকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান।

এরপর থেকেই সরকারের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে ওনাকে যুক্ত করা হয়েছে।

ওবাইসি স্পষ্ট করেছেন যে তিনি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরকারের সমালোচনা চালিয়ে যাবেন, কিন্তু জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে দেশ ও দেশের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবেন। তিনি পহেলগাঁও হামলার পর মসজিদে কালো ব্যান্ড পরে জুমার নামাজ আদায় করেন এবং পাকিস্তানি নেতাদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন।

পাকিস্তান বিরোধী বক্তব্য ও "পাকিস্তান মুর্দাবাদ, হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ" স্লোগানে তাঁর ভিডিও ভাইরাল হতেই, এমনকি সমালোচকরাও ওনাকে বাহবা দিচ্ছেন। তিনি বলেন, "এটা কোনও দলের বিষয় নয়, এটা ভারতের পক্ষ থেকে কথা বলার দায়িত্ব। আমি এই দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করবো।"

ওনাকে কেন্দ্র করে যে আলোচনা, সমালোচনা ও প্রশংসা চলেছে তা স্পষ্ট করে দেয়, আসাদুদ্দিন ওবাইসি এখন কেবল রাজনৈতিক নেতা নন, জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর হিসেবে উঠে এসেছেন, বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদ ও আন্তর্জাতিক কূটনীতি সংক্রান্ত ইস্যুতে।

রাজস্থানে প্রচণ্ড গরম, কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টি; জানুন দিল্লির আবহাওয়ার সর্বশেষ আপডেট

জয়পুর / নয়াদিল্লি, ১৮ মে: রাজস্থানের অধিকাংশ অঞ্চলে চলছে তীব্র গরমের দাপট। তবে রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টির খবর পাওয়া গেছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের তথ্যানুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব রাজস্থানে কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে ঝালরাপাটন (ঝালাওয়াড়) এলাকায় — ২৭ মিলিমিটার।

রাজস্থানের পশ্চিমাঞ্চল এখনো ভুগছে তীব্র গরমে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গঙ্গানগরে ৪৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩.৩ ডিগ্রি বেশি। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দুই-তিন দিনে যোধপুর ও বিকানের বিভাগের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টার গতিতে ধুলিঝড় বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিকানের ও শ্রীগঙ্গানগর জেলাগুলিতে ২০ মে পর্যন্ত তাপমাত্রা ৪৫-৪৬ ডিগ্রির আশপাশে থাকতে পারে এবং কোথাও কোথাও লু বইতে পারে। রাজ্যের উত্তরাংশে ১৯ ও ২০ মে বিকেলের পর কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজধানী দিল্লিতে রবিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৪ ডিগ্রি বেশি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দিনজুড়ে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে এবং কোথাও কোথাও বজ্রসহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকার সম্ভাবনা।

সকাল সাড়ে আটটার সময় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৬২ শতাংশ। শনিবার সকাল ৮টা থেকে রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দিল্লিতে প্রায় ১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। মধ্য দিল্লি, গাজিয়াবাদ, নয়ডা, মহারানী বাগ এবং ময়ূর বিহারসহ কিছু এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ অনুযায়ী, রবিবার সকাল ৯টায় দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ১৩৮, যা 'মধ্যম' পর্যায়ে পড়ে। বৃষ্টির কারণে বাতাসে কিছুটা বিশুদ্ধতা এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পাকিস্তানকে নিয়ে চিন্তিত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ঋণের পর নতুন ১১টি শর্ত, ভারত-পাক উত্তেজনাকে বলল 'অর্থনৈতিক ঝুঁকি'

ইসলামাবাদ, ১৮ মে : আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়ার পর চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, আইএমএফ এখন পাকিস্তান থেকে নিজেদের অর্থ আদায়ে অনিশ্চয়তা দেখছে। ফলে, বিচার-বিশ্লেষণের পর নতুন করে ১১টি কঠোর শর্ত আরোপ করেছে সংস্থাটি। একইসঙ্গে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে ভারত-পাকিস্তান সাম্প্রতিক উত্তেজনা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য 'গভীর ঝুঁকি' তৈরি করেছে।

'এক্সপ্রেস ট্রিবিউন'-এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-এর স্টাফ-লেভেল রিপোর্টে নিম্নলিখিত নতুন শর্তগুলির উল্লেখ রয়েছে ১৭,৬০০ বিলিয়ন রুপির নতুন বাজেট পার্লামেন্টের মাধ্যমে অনুমোদন করাতে হবে; বিদ্যুৎ বিলের উপর বাড়তি সারচার্জ আরোপ করা হবে ঋণ পরিশোধ বাবদ অতিরিক্ত বোঝা সাধারণ মানুষের উপর; পুরোনো গাড়ি আমদানির নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে; চারটি প্রাদেশিক ইউনিটে নতুন কৃষি আয়কর আইন চালু করতে হবে। এর আওতায় করদাতাদের সনাক্তকরণ, রিটার্ন প্রসেসিং, কমপ্লায়েন্স বৃদ্ধি এবং তথ্য প্রচার অন্তর্ভুক্ত; সকল পরিকল্পনার সময়সীমা ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত বর্ধিত; আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল নির্দেশিত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সংক্রান্ত রোডম্যাপ প্রকাশ করতে হবে; ২০২৭ সালের পরবর্তী সময়ের জন্য আর্থিক খাতের কৌশল নির্ধারণ করে তা প্রকাশ করতে হবে; বিদ্যুৎ খাতের চারটি নতুন শর্ত: ট্যারিফ নির্ধারণ, বিতরণ ব্যবস্থার সংস্কার ও আর্থিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-এর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক উত্তেজনা, বিশেষ করে ২২ এপ্রিল ভারতের 'অপারেশন সিন্ধুর' পাল্টা হামলার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই উত্তেজনা পাকিস্তানের রাজস্ব ঘাটতি, বৈদেশিক লেনদেন এবং অর্থনৈতিক সংস্কার পরিকল্পনা-র ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-এর রিপোর্ট অনুসারে, পাকিস্তান সরকার ২০২৫ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা খাতে ২,৫০০ বিলিয়ন রুপি ব্যয় করতে চায় যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৮ু বেশি। রিপোর্ট জানাচ্ছে, এ ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যয় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-এর নির্ধারিত রাজকোষীয় ভারসাম্যের লক্ষ্যগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত।

NOTICE INVITING TENDER

The undersigned on behalf of the Hon'ble Governor of Tripura invites sealed tender from the bonafide suppliers, bidders, firms, authorized dealers, agencies for supplying of MT Spare Parts of Vehicle & Miscellaneous Stores articles of Signal Store and MT fleet as well as job works of 11th Bn TSR (IR-VII) for the financial year,
2025-2026.
2. Terms & conditions, list of items with specifications, tender forms, tender notice etc. may be collected from Office of the Commandant, 11th Bn TSR (IR-VII), Pathaliaghat, Bishramganj, Sepahijala, Tripura during office hours on any working days on or before 23.05.2025 up to 1300 hours from the date of publication in
newspapers.
03. The last date for submission of tender/quotation is on 31.05.2025 up to 1330 hrs and which will be opened on same day at 1600 hrs. No firm(s)/Supplier(s) shall be allowed to drop their tender(s) after expiry of time limit for the purpose.
04.
The details of "Notice Inviting Tender" including terms & conditions can also be seen in website i.e. www.tripurapolice.nic.in/ www.tripura.gov.in.
|CA/C -589/25

(Asish Debnath)
Commandant
11th Battalion TSR (IR-VII)

নিউ ইয়র্কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

ব্রুকলিন ব্রিজে ধাক্কা মারল মেক্সিকোর নৌবাহিনীর জাহাজ, মৃত ২, আহত ১৭

নিউ ইয়র্ক, ১৮ মে: নিউ ইয়র্ক শহরে এক ভয়াবহ নৌ-দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে, যখন মেক্সিকোর নেভির একটি প্রশিক্ষণ জাহাজ 'কুয়াউতামোক' ব্রুকলিন ব্রিজে সজোরে ধাক্কা মারে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় ২ জন নিহত এবং ১৭ জন আহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

দুর্ঘটনাটি ঘটে যখন ব্রুকলিন ব্রিজের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় জাহাজের মস্তুল (দ্বখন্ড) ব্রিজের কাঠামোতে আঘাত করে। ধাক্কাটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে মস্তুল ভেঙে পড়ে এবং জাহাজে থাকা বেশ কয়েকজন ব্যক্তি মাটিতে পড়ে যান। জাহাজটিতে প্রায় ২০০ জন ক্রু ও ক্যাডেটস ছিলেন।

ঘটনার পরপরই রেসকিউ ও মেডিকেল টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের কাছাকাছি হাসপাতালগুলিতে নিয়ে যায়। ব্রুকলিন ব্রিজের কোনও বড় ক্ষতি না হলেও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে কিছু সময়ের জন্য ব্রিজটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা ব্রিজের ক্রুটিমুক্ততা যাচাই করে নিরাপদ ঘোষণা করা হয়েছে। রাত ১০:৩০ মিনিট নাগাদ ব্রিজটি পুনরায় খুলে দেওয়া হয়, তবে ততক্ষণে গোটা অঞ্চলে বিশাল ট্রাফিক জ্যাম তৈরি হয়।

দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। এখনো স্পষ্ট নয়, এটি কোনও নেভিগেশন সংক্রান্ত ভুল ছিল, নাকি কোনও কারিগরি ক্রুটি ঘটেছে। নিউ ইয়র্কের মতো প্রযুক্তি ও নিরাপত্তায় উন্নত শহরে এমন ঘটনা ফের প্রমাণ করলো যে সামান্য গাফিলতিও বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়রের মুখপাত্র ফ্যাবিয়ান লেভি জানিয়েছেন, "ব্রিজের গঠন অক্ষত রয়েছে, তবে সতর্কতামূলক তদন্ত অব্যাহত থাকবে।"নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট জনসাধারণকে অনুরোধ করেছে, সাউথ স্ট্রিট সিপোর্ট, ডাম্বো, এবং ব্রুকলিন ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা এড়িয়ে চলার জন্য, কারণ এখনও সেখানে জরুরি যানবাহন এবং ট্রাফিকের চাপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি।শহরের গতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলেও, এই দুর্ঘটনা নিউ ইয়র্কের নিরাপত্তা ও প্রস্তুতি ব্যবস্থার প্রতি নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।

Executive Engineer, W.R Division No-II, Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:- 04/EE/WRD-II/2025-2026 Dated 16-05-2025.

Sl No.	Name of the Work/DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender form
1	DNIeT No: 01/SE/WRC-I/DNIeT/2025-26.	₹ 1, 03,50,934	₹ 2, 07,019.00	12 (Twelve) months	₹4,000.00
2	DNIeT No: 02/SE/WRC-I/DNIeT/2025-26.	₹ 38, 82,793	₹ 77, 656.00	12 (Twelve) months.	₹1,000.00
3	DNIeT No: 130/SE/WRC-I/DNIeT/2025-26.	₹ 64, 63,438	₹ 1, 29,269.00	06 (Six) months	₹4,000.00
4	DNIeT No: 131/SE/WRC-I/DNIeT/2025-26.	₹ 1, 08,11,488	₹ 2, 16,230.00	06 (Six) months	₹4,000.00

Last Date of bidding for bids 31-05-2025 upto 15.00 Hrs. Opening of Bid on 31-05-2025 at 15.30 Hrs. If possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/588/25

(Er. Parimal Debnath)
Executive Engineer,
Water Resource Division No-II,
P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala.

মায়াবতীর বড় সিদ্ধান্ত: ভাতিজা আকাশ আনন্দ বিএসপি-র রাষ্ট্রীয় প্রধান কো-অর্ডিনেটর নিযুক্ত

নয়াদিল্লি: বহুজন সমাজ পার্টির সর্বভারতীয় সভানেত্রী মায়াবতী রবিবার এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাঁর ভাতিজা আকাশ আনন্দকে দলের রাষ্ট্রীয় প্রধান কো-অর্ডিনেটর পদে নিযুক্ত করেছেন।মদলীয় এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এটি বিএসপি-র সংগঠন পুনর্গঠনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলেই মনে করা হচ্ছে।

সংগঠনের নবগঠন প্রক্রিয়ায় মায়াবতী দেশকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য একজন করে রাষ্ট্রীয় কো-অর্ডিনেটর নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। এই তিনজন কো-অর্ডিনেটর সরাসরি আকাশ আনন্দের অধীনে কাজ করবেন। তিনি সারা দেশের সংগঠন পরিচালনা ও সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবেন।

বিএসপি নেত্রী আশাবাদী, তাঁর ভাতিজা আকাশ আনন্দ এবার দলের আদর্শিক ভিত্তিকে আরও মজবুত করবেন এবং দলের ও আন্দোলনের স্বার্থে সবরকম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।

এই প্রসঙ্গে বিএসপি-র বরিষ্ঠ নেতা বিজয় প্রতাপ বলেন, "সারা দেশকে তিনটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি সেক্টরের জন্য একজন করে রাষ্ট্রীশ কো-অর্ডিনেটর নিযুক্ত করা হয়েছে। আকাশ আনন্দকে রাষ্ট্রীয় প্রধান কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সারা দেশের কর্মীদের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে উদ্দীপনা ও উতাহ বেড়েছে। আকাশ আনন্দের নেতৃত্বে সংগঠন অবশ্যই আরও শক্তিশালী হবে।"

প্রসঙ্গত, কয়েক সপ্তাহ আগেই মায়াবতী আকাশ আনন্দকে দলের মূল দায়িত্বে পুনর্বহাল করেন। গত ২৯ এপ্রিল, তিনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ পোস্ট করে দলীয় কর্মীদের কাছে আকাশকে সমর্থন ও উৎসাহ দেওয়ার আবেদন জানান।

সেই পোস্টে মায়াবতী লেখেন, "বিএসপি-র কিছু সদস্য মাঝে মাঝে অজ্ঞানতা, অতিরিক্ত উৎসাহ, অসতর্কতা অথবা বিরোধীদের ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হয়ে দায়িত্বচ্যুত হন কিংবা গুরুতর ক্ষেত্রে বহিষ্কৃত হন। পরে যদি তাঁরা অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চান, তবে দল ও আন্দোলনের স্বার্থে তাঁদের ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এটাই দলের শুরু থেকেই রীতি।"

আকাশ আনন্দের প্রত্যাবর্তন নিয়ে সমালোচনার জবাবে তিনি বলেন, "বহুজন সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী ও বিক্রয়যোগ্য ব্যক্তি, যারা নিজেদের দল গড়ে বিএসপি-র ভোট ভাগ করতে চায়, তারাই মিডিয়ায় তাঁর প্রত্যাবর্তন নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে।"

NOTIFICATION

1) Pertaining to sixth phase, counseling for the contractual posts of URP/ BRP/(English), URP/BRP (Bengali), URP/BRP(Pure Science)/URP/BRP (Bio-Science or Equivalent),URP/ BRP (History) & URP/ BRP(Geography) under Samagra Shiksha, Tripura those candidates who are listed in the Notification No.F.1(1-2)-SE/Samagra /Estt./RCMT/STF/2019/6951-52, dated 05.06.2023 and Notification No. F. 1(1-2-SE/samagra /Estt./RCMT/STF/2019/10450-51, dated 20.09.2023 against subjects as specified in the said notifications and have not applied for engagement against the post at the O/o the District Project Co- Ordinator,Gomati District, Udaipur may apply for the same as per prescribed Format A available at this establishment.Notification also uploaded @http://sseducation. Tripura.gov.in/
2) Further, pertaing to counseling for the Contractual posts of CRP under Samagra Shiksha, Tripura, those candidates who are listed in the Notification No.F.1(1-2)-. SE/ Samagra /Estt./ RCMT/STF/2019(L)/8951 dated 27.07.2023 and Notification No.F.1(1-2)-SE/ /Samagra/Estt. / RCMT/STF/2019(L)/10642,dated 03.10.2023 and have not applied for engagement against the said post at the O/o the District Project Co-ordinator,Gomati District. Udaipur may apply for the same as per prescribed Format B available at this establishment. Notification also uploted @https://sseducation. Tripura. Gov.in/
3) Scheduled periods of counseling are as follow:-

Counseling Session No.	Period	Time	Venue
1	29-05-2025	11.00am to 5:00pm	Conference Hall of Gomati District Education office.
2	30-05-2025		

4) Documents required to be submitted by the concerned candidates along with referred application formats ar as follows:-

URP/ BRP	CRP
a. Post Graduation Certificate/ Mark sheet.	1. Graduation Certificate/Mark sheet
b. B.Ed. Certificate/Mark sheet.	2. B.Ed Certificate/Mark sheet.
c. Teaching Experience Certificate.	3. Teaching Experience Certificate.
d. Date of Birth Certificate.	4. Caste Certificate
e. Caste Certificate.	5. Date of Birth Certificate.

Scrutiny teams at the District Project Office shall verify the documents pertaining to the post applied for and if not found in order then the candidature of the said candidate(s) shall be liable to be rejected/ dismissed.
ICA/D/231/25

District Project Co-ordinator, (District Education Officer)
Gomati Dist Office, Udaipur, Tripura.

GOVERNMENT OF TRIPURA
Secondary Education Department
PRESS NOTICE INVITING e-Auction NO: 09, 10 & 11/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26
Dt. 15/05/2025.

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 03/06/2025 at

Auction

Sl. No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Dismantling and removal of Brajendranagar HS School, Sabroom, South Tripura DRAFT Notice Inviting e-Auction NO:09/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	[illegible]	[illegible]	20(Twenty) Days	[illegible]	04/06/2025 on 11.00 hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Dismantling and removal of Abandoned building of Noagaon Krishnagar High School, Agartala, West Tripura for the year 2025-26 DRAFT Notice Inviting e-Auction NO:10/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	[illegible]	[illegible]	20(Twenty) Days	[illegible]	04/06/2025 on 11.00 hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3	Dismantling and removal of Abandoned building of South Bagma Samatalpura H.S. School, Udaipur, Gomati Tripura DRAFT Notice Inviting e-Auction NO:11/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	[illegible]	[illegible]	20(Twenty) Days	[illegible]	04/06/25 on	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online throu\website https:// tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
No.F.17 (13-Dhalai -West/ SE/ENGG/2025-26/930-33
ICA|C-583|25

(Er. B.K.De)
Executive Engineer, Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

হরেকরকম

স্বাস্থ্যকর উপাদান আছে মাশরুমে?

এক দল মানুষ মাশরুমের নাম শুনলেই "ব্যাঙের ছাতা" বলে লাফিয়ে ওঠেন। আবার, সুযোগ পেলে অন্য দলটি স্যালাড, স্যুঁতে, ওমলেট থেকে সাধারণ তরকারি পারলে সবেতেই মাশরুম গুঁজে দেন।

পুষ্টিবিদেরা বলছেন, পুষ্টিগুণের দিক থেকে মাশরুম কিন্তু একাই একশো! মাশরুমে এমন সব উপাদান একত্রিত অবস্থায় রয়েছে, যেগুলি অন্যান্য উদ্ভিজ্জ খাবারের মধ্যে সহজে পাওয়া যায় না।

স্বাস্থ্যকর উপাদান আছে মাশরুমে? ১) মাশরুমে থাকে একাধিক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। "ফ্রি র‍্যাডিক্যালের" ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শরীরকে রক্ষা করে এই উপাদানটি। "ফ্রি র‍্যাডিক্যাল" হৃদ্রোগ এবং ক্যানসারের মতো রোগের কারণ হতে পারে। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে।

২) মাশরুম কিন্তু ভিটামিন ডি-এর অন্যতম উৎস। তাই যাঁরা প্রাণিজ খাবার খেতে পছন্দ করেন না, তাঁদের জন্য দারুণ একটি বিকল্প হতে পারে মাশরুম। ৩) বিটা গ্লুকান এক ধরনের ফাইবার, যা রক্তে "খারাপ" কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখে। পাশাপাশি, এই ফাইবার রক্তে শর্করার পরিমাণও বাড়তে দেয় না। আবার, এই বিটা-গ্লুকান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে। ৪) মাশরুমে রয়েছে রাইবোফ্লাভিন, নিয়াসিন এবং প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড। রাইবোফ্লাভিন লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ বৃদ্ধি করে। নিয়াসিন পাচনতন্ত্র এবং ত্বক ভাল রাখে। প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড আবার স্নায়ুতন্ত্রের জন্য উপকারী, পাশাপাশি এটি শরীরকে নানা রকম হরমোন তৈরি করতেও সাহায্য করে। ৫) মাশরুম কিন্তু প্রিবায়োটিক-জাতীয় একটি খাবার। মাশরুমে ভাল মানের ব্যাক্টেরিয়াও থাকে। অন্ত্র ভাল রাখার জন্য যাবতীয় উপাদানও রয়েছে এই খাবারে। যা হজম সংক্রান্ত সমস্যা তো নিরাময় করেই, সেই সঙ্গে হরমোন ক্ষরণের সমতা বজায় রাখতেও সহায়তা করে।

পোষ্য কুকুরের অতিরিক্ত লোম ঝরার কারণ হতে পারে অবসাদ

আপনার মাথার চুল আর পোষ্য কুকুরের গায়ের লোম সমানতালে ঝরছে!

বিছানা-বালিশ, কার্পেট, ঘরের

আনাচকানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে দলা পাকানো লোম। মাথার কেশ হোক বা দেহের পশম, প্রকৃতির নিয়মে তা ঝরে পড়বেই। প্রতি দিন ৫০ থেকে ১০০টি চুল পড়া যেমন স্বাভাবিক। কিন্তু, কুকুরদের লোমের ক্ষেত্রে তেমন কোনও মাপকাঠি আছে কি?

পশু চিকিৎসকেরা বলছেন, সংখ্যাবিচারে তা বলা না গেলেও সারমেয়দের লোম ঝরার কিন্তু নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কোনও কারণ ছাড়া সারা বছর একই ভাবে তাদের গায়ের লোম ঝরে পড়তে পারে না। তবে শারীরিক কিংবা মানসিক কোনও সমস্যা হলে সে কথা আলাদা। কী কী কারণে পোষ্য কুকুরের রোম ঝরতে পারে?

১) কুকুরদের এমন কিছু প্রজাতি রয়েছে, সাধারণ ভাবেই যেগুলির শরীর থেকে লোম ঝরে বেশি। সে ক্ষেত্রে আলাদা করে কিছু করার থাকে না।

২) শীত আসার আগে এবং পরে লোম ঝরার পরিমাণ স্বাভাবিক নিয়মেই বেড়ে যায়। তা নিয়ে ভয়ের কোনও কারণ নেই। ৩) শারীরিক কোনও সমস্যা হলে কিংবা অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাসেও লোম ঝরতে পারে। এ ছাড়া পরজীবী আক্রমণে ত্বকে কোনও রকম সংক্রমণ হলেও কুকুরদের লোম উঠে যায়।

৪) এ ছাড়া বয়সজনিত কারণেও কুকুরদের লোম ঝরতে পারে। তবে এই সমস্যা যদি বয়সে ছোট বা কুকুরছানার হয়, তা হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৫) মানুষের মতো পোষ্যেরাও মানসিক চাপ, উদ্বেগের শিকার হয়। নিরাপত্তার অভাব কিংবা একাকিত্ব বোধ করলে মানসিক এবং শারীরিক নানা রকম পরিবর্তন আসতে পারে। সেখান থেকেও লোম ঝরার পরিমাণ বেড়ে যায়।

লোম ঝরার পরিমাণ কমাতে কী কী করণীয়?

১) দিনে অন্তত তিন বার ব্রাশ দিয়ে ভাল করে লোম আঁচড়ে দিতে হবে। তবে ভিজে লোম আঁচড়ালে কিন্তু বিপদ আছে। ভাল করে লোম শুকিয়ে তার পর ব্রাশ করা যেতে পারে।

২) সপ্তাহে অন্তত দু'-তিন দিন স্নান করানো প্রয়োজন। স্নানের সময়ে সাধারণ ভাবে ঝরে যাওয়া লোম অনেকটাই বেরিয়ে যায়। পোষ্যদের জন্য নানা রকম শ্যাম্পু পাওয়া যায়। সেগুলিও লোম ঝরা আটকাতে অনেকটা সাহায্য করে।

৩) পোষ্য কুকুরের লোম ঝরা আটকাতে প্রোটিন সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবারও খাওয়াতে হবে। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডও এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে। তবে তা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়ানোই ভাল।

৪) শরীরে জলের অভাব যেন না থাকে, সে দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। ডিহাইড্রেশন থেকে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। সে কারণেও কিন্তু লোম ঝরে।

৫) পোষ্য সারমেয়টি যেন কোনও ভাবে মানসিক চাপ বা উদ্বেগের মধ্যে না থাকে, সে বিষয়ে নজর দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু অভিভাবকের।

শরীর চাঙ্গা রাখতে শরীরচর্চা করতে হবে

শরীর চাঙ্গা রাখতে শরীরচর্চা করতে হবে। যাঁরা জিমে যাওয়ার সময় পান না, তাঁদের কিন্তু বাড়িতেই ব্যায়ামের জন্য আধ ঘণ্টা হলেও সময় বার করতে হবে। অনেকে আবার যোগাসনে ভরসা রাখেন। ব্যথা-বেদনা ঠেকিয়ে রাখতে নিয়ম করে যোগাসন করা একান্ত প্রয়োজন। তবে সঠিক নিয়ম মেনে যোগাসন করলে তবেই মিলবে ফল। শরীর ও মন চাঙ্গা রাখতে কোন কোন আসন অভ্যাস করতে পারেন, খোঁজ নিল আনন্দবাজার অনলাইন। রইল আসন আসান করার পদ্ধতির হদিস। আজকের আসন ত্রিকোণাসন। সংস্কৃতে "ত্রিকোণ" শব্দটির অর্থ হল তিনকোনা। অর্থাৎ শরীরের ভঙ্গি এমন হবে, যাতে দেখতে অনেকটা ত্রিভুজের মতো লাগে। এই আসন দেহের ভারসাম্য বা ব্যালান্স ধরে রাখতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

কী ভাবে করবেন?

১) প্রথমে দু'টি পা ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

২) হাত দু'টি দু'পাশে লম্বা করে দিন। এ বার বাঁ পাশে শরীরকে বেঁকিয়ে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পায়ের আঙুলকে স্পর্শ করুন। ৩) ডান হাতটি উপরের দিকে একেবারে সোজা করে রাখতে হবে। হাঁটু দু'টি ভাঙা চলবে না। এই ভাবে দশ অবধি গুনুন। ৪) এ বার দু'টি হাত না ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়ান। ৫) একই ভাবে ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন। ৩ বার এই আসনটি করুন। সতর্কতা- যাঁদের ভার্টিগো বা মাইগ্রেনের সমস্যা রয়েছে, তাঁরা প্রশিক্ষকের পরামর্শ ছাড়া এই আসন একেবারেই করতে যাবেন না। এ ছাড়া, রক্তচাপজনিত সমস্যা থাকলে কিংবা ঘাড়, পিঠ বা কোমরের কোনও সমস্যা থাকলেও ত্রিকোণাসন করা নিষিদ্ধ। কেন করবেন? এই আসন অভ্যাস করলে পা, পিঠ, কোমরের সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়, কাঁধের পেশিও মজবুত হয়। হজম সংক্রান্ত সমস্যা নিরাময় করতে সাহায্য করে এই আসন। অবসাদ, উদ্বেগ, মানসিক চাপজনিত সমস্যা থাকলেও ত্রিকোণাসন অভ্যাস করা যায়। নিয়মিত এই আসন অভ্যাস করলে অস্টিয়োপোরোসিস, সায়াটিকার ব্যথা এবং মহিলাদের রজোনিবৃত্তির সময়ে যে ধরনের সমস্যা হয়, তা-ও বশে থাকে। এই আসন অভ্যাস করলে কোমর, পিঠের যন্ত্রণায় আরাম মেলে।

সুন্দর গোলাপ ফোটাতে গেলে কী ভাবে গাছের পরিচর্যা করবেন?

গাছ ভর্তি বড় বড় রঙিন গোলাপ দেখতে ভীষণ ভাল লাগে। তবে সবসময় যে ফুল হলেই তা আকারে বেশ বড় হবে এমনটা নয়। গোলাপ গাছে বেশি এবং বড় আকারের ফুল পেতে প্রয়োজন সঠিক পরিচর্যার। কী ভাবে যত্ন করবেন শীতের গোলাপ গাছের?

সূর্য্যালোক: গোলাপ গাছ বেড়ে ওঠার জন্য অন্তত ৬ ঘণ্টা সূর্যালোক প্রয়োজন। টবে গাছ থাকুক বা বাগানে সূর্যালোকর শর্তপূরণ আবশ্যক।

নিকাশি: গোলাপ গাছের বৃদ্ধির জন্য জল প্রয়োজন। তবে মাটিতে জল জমে থাকলে শিকড় পচে যেতে পারে। তাই যে টবে গাছটি লাগানো হয়েছে, তার নিকাশি ব্যবস্থা ভাল হওয়া প্রয়োজন। গাছে জল দিতে হবে মাপ বুঝে। মাটি: দোআঁশ মাটি গোলাপ চাষের জন্য ভাল। গাছের বেড়ে ওঠার জন্য দরকার জৈবসার। মাটিতে পিএইচের মাত্রা থাকা প্রয়োজন ৬-৭।

আবহাওয়া: গরমের চেয়ে হালকা শীতে গোলাপ ফুল ভাল হয়। ২০-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা গাছের জন্য আদর্শ।

গোলাপের রং এবং আয়তন পরিবেশ এবং পরিচর্য্যার উপর যেমন অনেকটা নির্ভর করে, তেমনই কোন জাতের গাছ, সেটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। গোলাপ গাছ যাতে ভাল ভাবে বেড়ে উঠতে পারে এবং ফুল ফোটে সে জন্য যত্নের প্রয়োজন। ১. গোলাপ গাছের ফুল শুকিয়ে গেলে তার বেশ কিছুটা নীচ থেকে ডালটি কেটে দিতে হবে। এতে নতুন শাখা গজাবে। ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ২. যে ডালপালায় ফুল ধরছে না, সেগুলিও নিয়ম মেনে ছেঁটে দিতে হবে। ৩. গাছের নীচের অংশের পাতাগুলি ছেঁটে, গাছের শিকড়ের বৃদ্ধির জন্য হরমোন ব্যবহার করতে পারেন। ৪. গাছে ভাল ফুল পেতে গেলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সার প্রয়োগ করতে হবে। পাতা পচা সার এবং ইউরিয়া, ডাই-অ্যামোনিয়াম সালফেট ফুলের আকার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

পেটের গোলমাল ঘটাতে পারে মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া ৫ খাবার

আজ খাচ্ছি, কাল খাব! এই করে অনেক জিনিসই ফ্রিজে পড়ে থাকে। নানা ব্যস্ততায় সেগুলি বার করে খেতেও ভুলে যান। যে দিন মনে পড়ে সে দিন ফ্রিজ থেকে বার করতে গিয়ে দেখেন, মেয়াদ পেরিয়ে গিয়েছে।

ওষুধ কেনার আগে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ দেখার অভ্যাস তৈরি হলেও, খাবারের বিষয়ে মানুষ এখনও এতটা সচেতন হয়নি। আবার, একাংশের মধ্যে সচেতনতা থাকলেও দাম দিয়ে কেনা খাবার তাঁরা ফেলতে চান না। সুতরাং চোখ বুজে গলাধঃকরণ করে ফেলেন। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, এই ধরনের সাধারণ খাবার থেকেই কিন্তু ব্যাক্টেরিয়াঘটিত সাংঘাতিক পেটের রোগ হয়। এমনকি শরীরে বিষক্রিয়া হয়ে প্রাণ সংশয় হয়েছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে বহু।

কী ধরনের খাবার থেকে সতর্ক থাকা উচিত?

১) পাউরুটি:

বেকারিতে তৈরি হয়ে প্যাকেটজাত হওয়ার পর পাউরুটি বেশি দিন ফেলে রাখা যায় না। কত দিনের মধ্যে তা খেয়ে ফেলতে হবে, প্যাকেটের গায়ে তা নির্দিষ্ট করে বলা থাকে। আর বেশি দিন ফেলে রাখলে পাউরুটির গায়ে ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়ার মতো পরজীবীরা বাসা বাঁধে। এই ধরনের খাবার খেলে যেমন পেটের গোলমাল হতে পারে, তেমন অ্যালার্জি বা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

২) চিজ:

চিজ তৈরি করতেই অনেক দিন সময় লাগে। তার পর আবার যদি তা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তা হলে চিজের মধ্যে লিস্টেরিয়া, ই-কোলাইয়ের মতো ব্যাক্টেরিয়া বাসা বাঁধে। এই ধরনের খাবার খেলেও পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে। শরীরে বিষক্রিয়া হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

৩) সামুদ্রিক খাবার:

টিনজাত সামুদ্রিক খাবারেরও নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে। তা পেরিয়ে যাওয়ার পর কখনওই এই ধরনের খাবার খাওয়া উচিত নয়। শরীরের মারাত্মক বিষক্রিয়া হতে পারে এই ধরনের সামুদ্রিক খাবার থেকে।

৪) ডিম:

বিপদে-আপদে কাজে লাগবে ভেবে বাড়িতে অনেকেই ডিম মজুত করে রাখেন। যদিও দোকান থেকে কিনে আনা ডিমের গায়ে "এক্সপায়ারি ডেট" লেখা থাকে না। তবে ডিম ভাল থাকার কিন্তু নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। পচে যাওয়া ডিম খেলেও কিন্তু বিপদ হতে পারে।

৫) দুধ:

দুধ কিংবা দুগ্ধজাত খাবার খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তাই এই ধরনের খাবার বেশি দিন রেখে দেওয়া মোটেই কাজের কথা নয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ দুধ খেলেও পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে।

দোকানের মতো কালচে রঙের মটন

কোলেস্টেরল আর হার্টের অসুখের ভয় এখন আর অনেক বাড়ির রবিবারের স্পেশাল মেনুতে থাকে না পাঁঠার মাংস। তবে মাঝেমধ্যে বাড়িতে মটন এলে একটু ভালমন্দ পদ না রাঁধলেই নয়। তবে বাড়িতে শত চেষ্টা করেও দোকানের মতো মটন কষার সেই চেনা স্বাদ পাওয়া যায় না। মাংসের সেই কালো রংটাও আসে না। কী ভাবে বাড়িতে দোকানের মতো মাংস বানাবেন, রইল তার প্রণালী।

উপকরণ:

১ কেজি পাঁঠার মাংস (চর্বি-সহ)
২ টেবিল চামচ আদা বাটা
৩ টেবিল চামচ রসুন বাটা
২ টেবিল চামচ কাঁচালঙ্কা বাটা
৩ টেবিল চামচ কাঁচা পেঁপে বাটা
২ টেবিল চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কাগুঁড়ো
আধ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো
৩ টেবিল চামচ টক দই
স্বাদমতো নুন
১ চা চামচ চিনি
২৫০ গ্রাম সর্ষের তেল
৫ গ্রাম গোটা গরমমশলা
অর্ধেকটা জায়ফল
১টি বড় এলাচ
২টি স্টার অ্যানিস
২টি তেজপাতা
১ চা চামচ সাজিরে
১ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো
৪০০ গ্রাম পেঁয়াজ কুচি
৪ টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা
৪ টেবিল চামচ চা পাতা

প্রণালী: পাঁঠার মাংস ভাল করে ধুয়ে নিয়ে পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা, পেঁপে বাটা, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, সর্ষের তেল ও নুন দিয়ে ঘণ্টা চারেক মাখিয়ে রাখুন। দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, জায়ফল, বড় এলাচ, স্টার অ্যানিস, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, সাজিয়ে শুকনো তাওয়ায় কিছু ক্ষণ নেড়ে মিক্সিতে ভাল করে গুঁড়ো করে নিন। এ বার কড়াইতে তেল গরম করে চিনি দিয়ে দিন। সামান্য নাড়াচাড়া করে তাতে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে লাল করে ভেজে নিন। তার পর ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। এ বার এক চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো আর তৈরি করে রাখা গরমমশলা দিয়ে আরও কিছু ক্ষণ কষিয়ে নিন। ভাল করে কষানো হয়ে গেলে ফুটিয়ে রাখা চায়ের লিকার দিয়ে দিন। মাংস যত ক্ষণ না সেদ্ধ হচ্ছে, তত ক্ষণ আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে রান্না করতে হবে। দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা লাগবে মাংস সেদ্ধ হতে। তার পরেই তৈরি হয়ে যাবে দোকানের মতো কষা মাংস। এই রান্নাটি লোহার কড়াইতে করলে আরও ভাল রং আসে। তবে সেই কড়াই না থাকলে রং আনার জন্য রান্নায় কালো তিল বাটাও দিতে পারেন। রুমালি রুটি আর স্যালাড দিয়ে জমে যাবে রাতের খাবার!

ত্বকে ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে মাস্ক ব্যবহার করছেন

বাইরে বেরোলেই রোদের তাপ, ধুলো-ধোঁয়া, দূষণ। তার উপরে মরসুম বদলের প্রভাবও পড়ে ত্বকে। ফলে স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারায় ত্বক। বিভিন্ন সমস্যাও দেখা যায়। ত্বক ভাল রাখতে যেমন নিয়মিত পরিচর্য্যা প্রয়োজন, তেমনই দরকার বাড়তি যত্ন। ত্বকের বাড়তি যত্নেই ব্যবহার করা হয় মাস্ক।

মাস্ক কি? এটি হল ঘন কাদার মতো মিশ্রণ, যা বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরি।

বাজারচলতি মাস্ক যেমন রয়েছে, তেমনই ঘরোয়া ভাবেও তা তৈরি করা যায়। ত্বক নিয়ে চর্চাকারীরা বলছেন, ত্বকের ধরন এবং সমস্যা অনুযায়ী তা বেছে নিতে হবে। ব্রণ হলে এক রকম মাস্ক আবার শুষ্ক ত্বকের জন্য এক রকম।

তবে যে মাস্কই বেছে নিন না কেন, তা ব্যবহারেরও পদ্ধতি রয়েছে। তাতে ভুল হলে, অধরা থেকে যেতে পারে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যলাভ।

ক্লিনজিং এবং এক্সফোলিয়েশন মাস্ক ব্যবহারের আগে কিন্তু ত্বকের প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ময়লা মুখে মাস্ক ব্যবহার অনুচিত। তাই শুরুটা করতে হবে ক্লিনজিং-এর মাধ্যমে। মাস্ক ত্বকের গভীরে গিয়ে কাজ করে। সে জন্য প্রয়োজন উন্মুক্ত রন্ধ্রের। এই কাজটি হয় এক্সফোলিয়েশনের মাধ্যমে। ত্বকের উপরভাগে জমে থাকা ময়লা, তেল, মৃত কোষ, যা ক্লিনজিং-এ পরিষ্কার হয় না, তা সরিয়ে দিতে পারে স্ক্রাবার। স্ক্রাবার ভিজে মুখে লাগিয়ে নিয়ে আঙুলের সাহায্যে গোল গোল করে মালিশ করতে হবে। তার পর ধুয়ে ফেলতে হবে ঈষদুষ্ণ জলের সাহায্যে।

ফেস মাস্ক: মাস্ক তৈরির পর মুখে ভাল করে মেখে নিন। হাত দিয়ে মাখতে হলে, অবশ্যই পরিষ্কার থাকা দরকার। চোখের চারপাশের ত্বক স্বর্শকাতর হয়। তাই চোখ এবং ঠোঁট বাদ দিয়ে মাস্ক ব্যবহার করা উচিত। মাস্ক মেখে কথা বলা একেবারে বন্ধ। কাজকর্ম বাদ দিয়ে এই সময়টায় চাপমুক্ত থাকুন। পছন্দের গান বা মৃদু কোনও সুর চালিয়ে আরাম করুন। কত ক্ষণ রাখবেন? এক একজনের ত্বক এক এক রকম। এ ছাড়া পরিবেশের উপরেও নির্ভর করে মাস্কটি কত ক্ষণে শুকোবে। সাধারণত ১০-১৫ মিনিট ত্বকে রাখতে বলা হয়। মোটামুটি যত ক্ষণ না এটি হালকা ভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে, তত ক্ষণ রাখতে পারেন। মাস্ক তোলার পদ্ধতি? মাস্ক ত্বকের সঙ্গে বেশ শক্ত হয়ে কামড়ে যায়। প্রথমে ঈষদুষ্ণ জলের ঝাপটা দিন মুখে, ঘাড়ে এবং গলায়। তার পর আঙুলের সাহায্যে গোলাকারে হালকা ভাবে ঘষতে থাকুন। এতে মাস্ক নরম হয়ে যাবে। তার পর জলের ঝাপটা দিয়ে ধুয়ে নরম তোয়ালে দিয়ে জল মুছে নিন।

ময়েশ্চারাইজার মাস্ক ব্যবহারের পর সিরাম বা ময়েশ্চারাইজার কোনও একটি ব্যবহার করুন ত্বকের ধরন অনুযায়ী।

রবিবার আগরতলায় মহানাম মন্দিরের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সুন্দরগড়: বিমলগড় রেলওয়ে স্টেশনের কাছে মালগাড়ি লাইনচ্যুত, ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন

সুন্দরগড়, ১৮ মে: সুন্দরগড় জেলার বিমলগড় রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ড্যামবস্তি এলাকায় একটি মালগাড়ির চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। এর ফলে ওই লাইনে ট্রেন চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। সূত্র অনুযায়ী, বিওএসএম৭৭৯ নম্বরের মালগাড়িটি রক্সি রেলওয়ে সাইডিং থেকে ড্যামবস্তির দিকে যাচ্ছিল। এই দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরপরই রেলওয়ে কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও মেরামতের কাজ শুরু করেন। এ দুর্ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। চক্রধরপুর রেলওয়ে ডিভিশনের ডিএম ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও পুনরুদ্ধার কাজ তদারকি করছেন বলে জানা গেছে। এই ট্রেনটি লাইনচ্যুত হওয়ার নির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর রেলওয়ে কর্মীরা দ্রুত উদ্ধার ও মেরামতের কাজ শুরু করেছেন এবং কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। দ্রুত ট্র্যাক মেরামত ও লাইনচ্যুত বগিগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। দুর্ঘটনার কারণে ওই রুটে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। তদন্ত শেষে কর্তৃপক্ষ থেকে কারণ জানানো হতে পারে, তবে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করলেন বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলির আর্থিক পুনরুদ্ধারে নতুন নীতি

আহমেদাবাদ, মে ১৮: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছেন যে, বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলির (ঞ্ঝঙ্খ্ন) আর্থিক পুনরুদ্ধারের জন্য একটি নতুন নীতি আনা হবে। শনিবার আহমেদাবাদের সায়েন্স সিটিতে গুজরাট রাজ্য কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন আয়োজিত একটি সহযোগিতা সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে এই পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।

তিনি বলেন, "এই সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে দেশের সহযোগিতামূলক কাঠামোকে আরও মজবুত করার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" পাশাপাশি তিনি ২০২৯ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি পঞ্চায়েতে অন্তত একটি প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি স্থাপনের সরকারী লক্ষ্যের কথাও তুলে ধরেন।

সমিতিগুলির মধ্যে সহযোগিতার নীতির উপর জোর দিয়ে অমিত শাহ বলেন, "এই উদ্যোগের ফলে সহযোগী জমা রাশিতে ইতিমধ্যেই ১১ হাজার কোটি টাকার বৃদ্ধি হয়েছে।" তিনি মনে করিয়ে দেন, সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন প্রাণসঞ্চার সম্ভব। এই সম্মেলনে রাজ্যের প্রায় ৮০০টি সহযোগিতা সমিতির প্রতিনিধিত্বকারী ৪,০০০-র বেশি সমবায় নেতা উপস্থিত ছিলেন। গুজরাটের দু'দিনের সফরে থাকা মন্ত্রী আহমেদাবাদ ও মেহসানার একাধিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন বলেও জানা গেছে।

বোলাংগিরে গাছে সিআরপিএফ জওয়ানের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

ভুবনেশ্বর, ১৮ মে: ওড়িশার বোলাংগির জেলার ঘাসিয়ান গ্রাম সংলগ্ন অঞ্চলে রবিবার সকালে এক সিআরপিএফ জওয়ানের মৃতদেহ গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। মৃত জওয়ানের নাম গনেশরাম ভোই। তিনি ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন এবং শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। রবিবার ভোরে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথম মৃতদেহটি দেখতে পান। ঘটনাস্থলটি ছিল একান্ত নির্জন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা না কি পরিকল্পিত খুন তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, মৃতদেহের আশেপাশে পায়ের ছাপ দেখা গেছে, যা হত্যার আশঙ্কাকে উসকে দিয়েছে। আরও জানা গেছে, গনেশরাম শুক্রবার বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তাঁর মোবাইল ফোন ফেলে গিয়েছিলেন এবং এরপর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

তদন্তে সহায়তার জন্য বোলাংগির থেকে ফরেনসিক দলের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

এই অস্বাভাবিক ও মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ সকল দিক বিবেচনায় রেখে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

মণিপুরে ময়ূরের পালকের অবৈধ বাণিজ্য ফাঁস; ৭২ হাজার পালক উদ্ধার, বাজারমূল্য ৩৭ লক্ষ টাকা

ইম্ফল, মে ১৮: মণিপুর পুলিশ এবার মাদক, অস্ত্র কিংবা বিরল প্রাণীর পর অবৈধ ময়ূরের পালকের চালান আটক করে নতুন চমক দিল। রোববার মণিপুর পুলিশ জানায়, মিয়ানমারে অবৈধভাবে ময়ূরের পালক পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ধৃত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ শরীফুদ্দিন (২৪), যিনি টেংনৌপাল জেলার সীমান্ত শহর মোরেহর বাসিন্দা। পুলিশের সূত্রে জানা গেছে, শরীফুদ্দিন বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই বিপুল পরিমাণ ময়ূরের পালকের শাফ (স্ক্স্থ্রন্ঠ) মিয়ানমারে পাচার করছিলেন। তার কাছ থেকে চারটি প্লাস্টিকের বস্তায় মোট ১৮টি বান্ডিল করে মোট ৭২,০০০টি পালক উদ্ধার করা হয়েছে, যার ওজন প্রায় ১৪২ কেজি। এছাড়াও পাচারকাজে ব্যবহৃত একটি গাড়িও জব্দ করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, আন্তর্জাতিক বাজারে এই পালকগুলোর আনুমানিক মূল্য ৩৭ লক্ষ টাকা। সাধারণত ৩৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-মিয়ানমার অনিরাপদ সীমান্ত দিয়ে মাদক, অস্ত্র, ও বিরল প্রাণী পাচার হওয়ার ঘটনা সামনে এলেও, এই প্রথম ময়ূরের পালক পাচারের ঘটনা ধরা পড়ল।

ভারত-মিয়ানমার আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবস্থিত ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (জ্জঙ্খঞ্চ) মোরেহ, ইম্ফল শহর থেকে প্রায় ১১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং দুই দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক পথ হিসেবে পরিচিত। মোরেহ-তামু সীমান্তপথ, যা বর্তমানে ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে একমাত্র কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য স্থলপথ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১৮ সালে প্রায় ৭২.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে গঠিত জ্জঙ্খঞ্চ মোরেহ ৪৫.৫৮ একর জমির উপর বিস্তৃত। এটি প্রস্তাবিত ১,৩৬০ কিমি দীর্ঘ ভারত-মিয়ানমার-থাইল্যান্ড ত্রিদেশীয় মহাসড়কের অংশ।

অপারেশন সিন্দুরের প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী ভারতীয় সংকল্প তুলে ধরতে ৩২টি দেশে যাবে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : অপারেশন সিন্দূরের পটভূমিতে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অটল অবস্থান তুলে ধরতে কেন্দ্রীয় সরকার ৩২টি দেশে সাতটি সর্বদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধি দল পাঠাবে। এই প্রতিনিধি দলগুলির মধ্যে মোট ৫৯ জন সংসদ সদস্য থাকবেন এবং প্রতিটি দলে থাকবেন একজন অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিকও।

সংসদীয় কার্যমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই উদ্যোগ অপারেশন সিন্দূরের মাধ্যমে ভারতের সন্ত্রাসবাদবিরোধী একজোট সংকল্পের প্রতীক।

বৈজয়ন্ত পাণ্ডার নেতৃত্বে: এই দল সৌদি আরব, বাহরাইন, কুয়েত এবং আলজেরিয়া সফর করবে। দলের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এবং এআইএমআইএম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি।

রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বে: যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইতালি ও ডেনমার্ক সফর করবে।

সঞ্জয় কুমার ঝার নেতৃত্বে: ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুর যাবে। দলে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ইউসুফ পাঠান ও সিপিআই(এম)-এর জন ব্রিটাস।

শ্রীকান্ত শিন্ডের নেতৃত্বে: সংযুক্ত আরব আমিরাত, লাইবেরিয়া, কঙ্গো ও সিয়েরা লিওন সফর করবে। প্রতিনিধি দলে রয়েছেন বিজেপির বংশুরী স্বরাজ ও বিজু জনতা দলের সস্মিত পাত্র।

শশী থারুরের নেতৃত্বে: এই দল আমেরিকা, পানামা, গায়ানা, ব্রাজিল ও কলম্বিয়া সফর করবে।

কানিমোঝি করুণানিধির নেতৃত্বে: স্পেন, গ্রিস, স্লোভেনিয়া, লাটভিয়া ও রাশিয়া সফর করবে এই দল।

সুপ্রিয়া সুলের নেতৃত্বে: মিশর, কাতার, ইথিওপিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবে। দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির রাজীব প্রতাপ রুডি ও অনুরাগ ঠাকুর এবং কংগ্রেসের মণীষ তিওয়ারি।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস আজ, স্মৃতিস্তম্ভ ও জাদুঘরে থাকবে নিঃশুল্ক প্রবেশ

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: বিশ্বজুড়ে আজ পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস। প্রতিবছর এই দিবসটি জাদুঘরগুলোর ভূমিকাকে তুলে ধরতে উদযাপন করা হয় বিশেষ করে সাংস্কৃতিক বিনিময়, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি, সহযোগিতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাদের অবদানের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

এই বছরের থিম হল: 'দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে জাদুঘরের ভবিষ্যৎ'। এই উপলক্ষে, ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ আজ দেশের সমস্ত এএসআই স্মৃতিস্তম্ভ ও জাদুঘরে জনগণের জন্য নিঃশুল্ক প্রবেশ এর ঘোষণা দিয়েছে।

এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষকে দেশের অমূল্য ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ধনভাণ্ডার দেখার এক বিশেষ সুযোগ প্রদান করছে। অনেক জাদুঘর এমন নিদর্শন সংরক্ষণ করে রেখেছে, যা ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অনুধাবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস স্মরণ করিয়ে দেয় যে, জাদুঘরসমূহ শুধুমাত্র অতীতের নিদর্শন সংরক্ষণের স্থান নয়, বরং তারা শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সংলাপের মাধ্যম হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের ২৬টি এএসআই সংরক্ষিত স্থান রয়েছে ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায়, যা ভারতের অতুলনীয় স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রতি এএসআই-এর অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

রবিবার আগরতলায় প্রেস ক্লাবে একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বিদেশি নাগরিককে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা নিয়োগের প্রতিবাদে ইউনুসকে তীব্র সমালোচনা বিএনপির

ঢাকা, ১৮ মে: বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) বিদেশি নাগরিককে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়ায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনুসের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছে। বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, "বাংলাদেশের সেনাবাহিনী কীভাবে একটি বিদেশি নাগরিককে দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য হস্তান্তর করতে পারে?"

সালাহউদ্দিন আহমেদ অভিযোগ করেন, "রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক করিডরের নামে সরকার বাংলাদেশকে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করছে।" তিনি বলেন, এই ধরনের সিদ্ধান্ত দেশের স্বার্থের পরিপন্থী এবং জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

অধ্যাপক ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গত ৯ এপ্রিল এক আদেশে খলিলুর রহমান নামের এক বিদেশি নাগরিককে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেয়। এই সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিতর্কের ঝড় ওঠে।

এর আগে, বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতা মির্জা আব্বাসও রাখাইন রাজ্য পর্যন্ত মানবিক করিডর সম্প্রসারণের সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "এই সরকার দেশের জনগণের পরিবর্তে অন্যদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করছে।"

বিএনপির মতে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এমন সিদ্ধান্ত দেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা এবং স্বার্থের পরিপন্থী। দলটি এর বিরুদ্ধে জনমত গঠনের আহ্বান জানিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও কর্মসূচি ঘোষণা করার ইঙ্গিত দিয়েছে।

বিহারে নয়া সমীকরণ : আরসিপি সিংয়ের দল 'আপ সবকী আওয়াজ' একত্রিত হল জন সুরাজে

পাটনা: ২০২৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং জেডিইউ-এর প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি আরসিপি সিং তাঁর দল 'আপ সবকী আওয়াজ' (এএসএ) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশান্ত কিশোরের 'জন সুরাজ'-এর সঙ্গে একত্রিত করলেন।

তবে এই জোটের কড়া সমালোচনা করেছে শাসক জনতা দল-ইউনাইটেড (জেডিইউ)। দলের মুখ্য মুখপাত্র নীরজ কুমার আরসিপি সিং ও প্রশান্ত কিশোরকে 'রাজনীতির বিষাক্ত জীবাণু' বলে অভিহিত করেন এবং তাদের নীতীশ কুমারের বিশ্বাসঘাতক বলেও আখ্যা দেন। তিনি বলেন, "এরা রাজনৈতিকভাবে অকেজো। নীতীশ কুমার নিজে আরসিপি সিংকে নিজের ব্যক্তিগত সচিব করেছিলেন এবং রাজ্যসভার সদস্য বানিয়েছিলেন। আজ সেই হাতেই কামড় দিচ্ছেন তিনি।" নীরজ কুমার সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, "আরসিপি সিং নালন্দার যেকোনো আসন থেকে ভোটে দাঁড়ান। যদি তিনি কোনও মুখিয়ার থেকেও বেশি ভোট পান, তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।" তিনি আরও অভিযোগ করেন, আরসিপি সিং 'নীরব দুর্নীতির' সঙ্গে যুক্ত এবং প্রশান্ত কিশোরের বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানায় সন্দেহজনক কর্পোরেট লেনদেনের সাথে জড়িত।

বিজেপির মুখপাত্র অরবিন্দ কুমার সিংও এই একত্রীকরণকে বিহারের রাজনৈতিক চিত্রে 'অপ্রাসঙ্গিক' বলে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, "উপনির্বাচনের পর প্রশান্ত কিশোরকে মানুষ এক 'হারা নেতা' হিসেবেই দেখে। আরসিপি সিং-ও এখন অতীত। এরা কেউই জাতভিত্তিক ভোট টানতে পারবেন না। উচ্চবর্ণ ও কোইরি-কুর্মি ভোটাররা এখনো এনডিএ-র সঙ্গেই আছেন।" বিজেপির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, পাঁচ দলের এনডিএ জোটই আবার ক্ষমতায় ফিরবে এবং মানুষ প্রশান্ত কিশোরের 'আউটরিচ মডেল' ও আরসিপি সিংয়ের প্রতিনিধিত্বদুটোকেই প্রত্যাখ্যান করবে।একত্রীকরণ অনুষ্ঠানে আরসিপি সিং দাবি করেন, ২০২৫ সালে জন সুরাজ সরকার গঠন করবে। পাশাপাশি তিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী

যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ ঝড় ও টর্নেডোতে প্রাণহানি ২৭, সবচেয়ে বেশি মৃত্যু কেন্টাকিতে

ওয়াশিংটন, ১৮ মে: যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকি, মিজৌরি, ভার্জিনিয়া সহ একাধিক রাজ্যে আঘাত হেনেছে প্রবল ঝড় ও টর্নেডো। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখন পর্যন্ত অন্তত ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং বহু মানুষ আহত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে কেন্টাকি রাজ্যে, যেখানে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

মিজৌরি ও ভার্জিনিয়া রাজ্যেও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। প্রবল ঝড়ের কারণে গাছ পড়ে এবং বাড়িঘর ভেঙে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শুধু মিজৌরিতেই ৫,০০০-রও বেশি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

কর্তৃপক্ষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে জরুরি অবস্থা জারি করেছে এবং ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। প্রশাসনের আশঙ্কা, মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে, কারণ এখনও বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং অনেকের অবস্থা গুরুতর।

স্থানীয় দমকল ও উদ্ধার বাহিনী ধ্বংসস্তূপে তল্লাশি চালাচ্ছে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন বহু অঞ্চলে জরুরি পরিষেবা পাঠানো হয়েছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, এই ধরণের শক্তিশালী টর্নেডো একাধিক রাজ্যে একসাথে আঘাত হানায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ হয়েছে।

আইপিএল ২০২৫: দিল্লি বনাম গুজরাট ম্যাচ প্রেডিকশন — কার ঘরে যাবে জয়? দুই দলের রেকর্ডে চোখ রাখা জরুরি

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: আইপিএল ২০২৫-এর ৬০তম লিগ ম্যাচে আজ মুখোমুখি হতে চলেছে দিল্লি ক্যাপিটালস এবং গুজরাট টাইটান্স। এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে। প্লে-অফে পৌঁছানোর দৌড়ে এখনও টিকে আছে দুই দলই, ফলে এই ম্যাচের ফলাফল নির্ধারণ করতে পারে টেবিলের চূড়ান্ত চিত্র।

অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের পিচ সাধারণত ব্যাটসম্যানদের সহায়ক হয়ে থাকে। চলতি মরসুমে এখানে খেলা ম্যাচগুলিতে বেশি রান উঠেছে। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে শিশিরের প্রভাব থাকায় টস জয়ী অধিনায়ক প্রথমে ফিল্ডিং করতে চাইবেন বলেই আশা করা যায়। যদিও এখানকার গত চার ম্যাচে দু'টি ম্যাচ জিতেছে প্রথমে ব্যাট করা দল, একটি ম্যাচ জিতেছে রান তাড়া করা দল এবং একটি ম্যাচ গিয়েছিল সুপার ওভারে।

গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক শুভমান গিল এই মরসুমে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন, ইতিমধ্যে করেছেন ৫০৮ রান। এই ম্যাচেও তাঁর ব্যাট চললে গুজরাট সহজেই ফিনিশ লাইনের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। অন্যদিকে, দিল্লির মিডল অর্ডারে কেএল রাহুল তাঁর দায়িত্ব বেশ ভালোভাবেই সামলেছেন। দলের জয় নির্ভর করছে তাঁর স্থিতিশীল ইনিংসের ওপর। উভয় দলের পারফরম্যান্স এই মরসুমে অনেকটাই সমান। হেড-টু-হেড রেকর্ডেও তেমন কোনো বড় পার্থক্য নেই। ম্যাচের ফলাফল অনেকটাই নির্ভর করবে টস ও শুরুতেই কেমন পারফর্ম করে দুই দল। তবে আইপিএল মানেই চমক ও উত্তেজনা — তাই যেকোনো দলই ছিনিয়ে নিতে পারে জয়ের স্বাদ।

রবিবার আগরতলায় কংগ্রেস কর্মীদের উদ্যোগে প্রয়াত নেতা সুধীর রঞ্জন মজুমদারের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়।

সামান্য ট্রাফিক অপরাধে দেশে ফেরত পাঠানোর মুখে ভারতীয় পিএইচডি শিক্ষার্থী, আইনি লড়াইয়ে জয় পেয়ে থাকছেন যুক্তরাষ্ট্রে

ওয়াশিংটন, ১৮ মে: যুক্তরাষ্ট্রে সামান্য ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে দেশে ফেরত পাঠানোর হুমকির মুখে পড়া ভারতীয় পিএইচডি ছাত্রী প্রিয়া সাক্সেনা শেষ পর্যন্ত আইনি লড়াইয়ে জয়লাভ করে মার্কিন মাটিতে থাকার অধিকার ফিরে পেয়েছেন। দক্ষিণ ডাকোটার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গবেষণারত সাক্সেনার স্টুডেন্ট ভিসা ট্রাম্প প্রশাসনের আমলে হঠাৎ করে বাতিল করা হয়।

২০২১ সালে জরুরি যানবাহনের জন্য থামতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সাক্সেনাকে একটি জরিমানা দিতে হয়। সেই মামলাটি নিষ্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ সেটিকে "অপরাধমূলক রেকর্ড" হিসেবে বিবেচনা করে। যদিও আইন বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই ধরনের লঙ্ঘন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনে 'ডিপোর্টযোগ্য অপরাধ' হিসেবে গণ্য হয় না।

ভিসা বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে সাক্সেনার সেভিস রেকর্ডও মুছে দেওয়া হয়, যার ফলে তিনি তার গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারেননি। স্নাতক ডিগ্রির সমাপ্তি ছিল ১০ মে। এই পরিস্থিতিতে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন এবং একটি অস্থায়ী স্থগিতাদেশ লাভ করেন।

এই সপ্তাহে দক্ষিণ ডাকোটার একটি ফেডারেল আদালত মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগকে সাক্সেনাকে আদালতের অনুমতি ছাড়া আটক বা দেশে ফেরত পাঠাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। বিচারক বলেন, ঙ্গছছ-এর পদক্ষেপ "অবৈধ বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে এবং এটি সাক্সেনার জন্য অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।"

সাক্সেনার আইনজীবী জিম লিচ বলেন, "আইনের শাসন এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে প্রশাসনের বেআইনি পদক্ষেপ থেকে রক্ষা করেছে। প্রিয়া সাক্সেনার মতো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা হলেন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, তাদের স্বাগত জানানো উচিত, শিকার নয়।"

প্রসঙ্গত, ট্রাম্প প্রশাসনের আমলে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বহু আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীকে সামান্য আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে দেশে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা চালানো হয়েছে। প্রিয়া সাক্সেনা তাদের মধ্যে অন্যতম। অন্য শিক্ষার্থীরা, যেমন মাহমুদ খালিল, প্রো-প্যালেস্টাইন অ্যাক্টিভিজমে যুক্ত থাকার অভিযোগে ভিসা হারিয়েছেন।

সম্প্রতি ডিএইচএস আদালতে স্বীকার করেছে যে, তারা এফবিআই ডেটাবেসে ১০ লক্ষেরও বেশি আন্তর্জাতিক ছাত্রের নাম স্ক্যান করেছে, যার মধ্যে ৬,৪০০ জনের বিরুদ্ধে তথাকথিত 'রেকর্ড' পাওয়া গেছে এবং প্রায় ৩,০০০ জনের ভিসা বাতিল করা হয়েছে।

বর্তমানে সাক্সেনার আইনি দল তার স্থায়ী অভিবাসন নিশ্চিতে একটি স্থায়ী আদালতের নির্দেশ পাওয়ার চেষ্টা করছে।

সেভিস কী?

সেভিস বা ছাত্র এবং এক্সচেঞ্জ ভিজিটর তথ্য ব্যবস্থা একটি মার্কিন সরকারি তথ্যভাণ্ডার যা ডিএইচএস -এর অধীনে পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের বৈধতা এবং শিক্ষাগত অবস্থান পরিবর্তনের যেকোনও তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সেভিস-এ আপডেট করতে হয়। সেভিস রেকর্ড 'সমাপ্ত" হলে সেই শিক্ষার্থী আর যুক্তরাষ্ট্রে পুনরায় প্রবেশ করতে পারেন না এবং ডিএইচএস অনুযায়ী আই-সিই তখন তদন্ত শুরু করে শিক্ষার্থীর দেশত্যাগ নিশ্চিত করতে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষক সংঘ ত্রিপুরা প্রদেশের ত্রিবার্ষিক দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে: নজরুল কলাক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষক সংঘ ত্রিপুরা প্রদেশের ত্রিবার্ষিক দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবিবার।

রবিবার নজরুল কলাক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষক সংঘ ত্রিপুরা প্রদেশের ত্রিবার্ষিক দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন নিখিল শংকর নিবাসকর, বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য , সংগঠনের সভাপতি শঙ্কর দেব , সভানেত্রী দেবশ্রী কলই প্রমুখ। এদিন সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়।

রাজ্যপালের ক্ষমতা নিয়ে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স: কেন্দ্রকে প্রতিরোধে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে একজোট হওয়ার আহ্বান স্টালিনের

চেন্নাই, ১৮ মে : ভারতের সংবিধানিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা হিসেবে কেন্দ্রের সাম্প্রতিক পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. স্টালিন। তিনি বিজেপি বিরোধী শাসিত আটটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি লিখে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের বিরোধিতায় ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

স্টালিনের এই চিঠি পাঠানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, কেরল, হিমাচল প্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাব এবং জম্মু-কাশ্মীরের প্রশাসনের কাছে। তিনি এই পদক্ষেপকে 'রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে এক আইনি চ্যালেঞ্জ' বলে আখ্যায়িত করেন।

গত ১৩ মে কেন্দ্র সরকার রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টে সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রেফারেন্স পাঠায়। এই রেফারেন্সে রাজ্যপালদের ক্ষমতা নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্নের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। এটি এসেছে 'তামিলনাড়ু বনাম তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল' মামলার ঐতিহাসিক রায়ের পরপরই, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল, নির্বাচিত রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা রাজ্যপালের সাংবিধানিক দায়িত্ব।

স্টালিন এই রায়কে 'ঐতিহাসিক' উল্লেখ করে বলেন, "এই রায় স্পষ্টভাবে বিল অনুমোদনে অনির্দিষ্ট দেরি, ইচ্ছেমতো অনুমোদন আটকে রাখা এবং বিধানসভায় পাশ হওয়া আইন নিয়ে অকার্যকরতা, এইসব অনুশীলনকে অবৈধ ঘোষণা করেছে।"

তিনি বলেন, কেন্দ্রের রেফারেন্স যদিও সরাসরি তামিলনাড়ুর মামলাকে উল্লেখ করেনি এই রায়কে দুর্বল করার এক প্রচ্ছন্ন প্রয়াস। "রাষ্ট্রপতির পরামর্শমূলক এক্তিয়ার ব্যবহার করে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানানো বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকারের এক গোপন কৌশল," মন্তব্য করেন ডিএমকে প্রধান। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিতে রাজ্যপালদের রাজনৈতিক এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে কেন্দ্র সরকার আইন প্রণয়ন, নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করছে।

এই প্রেক্ষিতে স্টালিন সংবিধানের মৌলিক কাঠামো রক্ষায় একত্রিত আইনগত ও রাজনৈতিক কৌশল গঠনের আহ্বান জানান। তিনি লেখেন, "যেসব গণতান্ত্রিক শক্তি সাংবিধানিক ফেডারালিজমে বিশ্বাস রাখে, তাদের এখন একসঙ্গে পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।" তিনি অবিলম্বে এই "বিপজ্জনক নজির"-এর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার অনুরোধ জানান।

কৈলাস মানস সরোবর যাত্রাকে সামনে রেখে নাথু লা পাসে পরিকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করল সিকিম সরকার

গ্যাংটক, ১৮ মে: বহু প্রতীক্ষিত কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা আবার শুরু হওয়ার আগে সিকিম সরকারের তরফে নাথু লা পাস অঞ্চলে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ জোরকদমে চলছে। এই হিমালয় পার্বত্য পথ সিকিমকে চীনের তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

পাঁচ বছর পর ফের শুরু হতে চলেছে এই তীর্থযাত্রা, যা হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করে। যাত্রীদের সুবিধার্থে গ্যাংটক ও নাথু লার মধ্যে দুটি 'অ্যাক্লিমেটাইজেশন সেন্টার' (উচ্চতায় মানিয়ে নেওয়ার কেন্দ্র) তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি, কার্যকর শৌচাগারসহ অন্যান্য ভ্রমণ-সহায়ক পরিকাঠামোও গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কাবি-লুংচক কেন্দ্রের বিধায়ক থিনলে ছেরিং ভুটিয়া।

ভুটিয়া জানান, তিনি নিজের কেন্দ্রের অন্তর্গত নাথু লা পাস সংলগ্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন এবং সেখানে মানস সরোবর যাত্রীদের জন্য সুবিধা বৃদ্ধির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছেন। বন, পর্যটন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিকরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্প্রতি জানিয়েছে, আগামী জুন থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে দু'টি পথ দিয়ে এই তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে উত্তরাখণ্ডের লিপুলেখ পাস এবং সিকিমের নাথু লা পাস। প্রতিটি ব্যাচে ৫০ জন করে যাত্রী থাকবেন। সিকিম পথে মোট ১০টি ব্যাচ যাবে বলে জানানো হয়েছে। ভুটিয়া বলেন, 'সিকিম একটি শান্তিপূর্ণ রাজ্য, যা নাথু লা পথের অন্যতম বিশেষত্ব। এখানে উন্নত রাস্তা ও পরিকাঠামো থাকার ফলে যাত্রীরা নিরাপদ ও আরামদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।'

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে এই যাত্রা স্থগিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ভারত-চীন সীমান্ত উত্তেজনার কারণে তা বন্ধ ছিল। তবে, গত বছর অক্টোবর মাসে ডেমচক ও ডেপসাং অঞ্চলে সেনা পিছিয়ে নেওয়া সংক্রান্ত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর জানুয়ারি মাসে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রী বেইজিং সফর করেন এবং চীনের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সান উইদং-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকেই দুই দেশ কাইলাশ মানস সরোবর যাত্রা ফের চালু করতে সম্মত হয় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে মানুষকেন্দ্রিক পদক্ষেপ নিতে রাজি হয়।

ভুটিয়া আরও বলেন, তিনি ও সরকারি প্রতিনিধিরা পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেছেন এবং পরবর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত খসড়া তৈরি করে তা পর্যটন দপ্তরে জমা দেবেন।

আইপিএল ২০২৫ আজকের ম্যাচ লাইভ আপডেট: বৃষ্টির শঙ্কার মাঝে আরসিবি বনাম কেকেআর মুখোমুখি, প্লে-অফে ওঠার দৌড়ে বেঁচে থাকার লড়াই

বেঙ্গালুরু, ১৭ মে: আজ আইপিএল ২০২৫-এ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং কলকাতা নাইট রাইডার্স। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বেঙ্গালুরুর এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে, তবে ম্যাচ ঘিরে বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এই ম্যাচ দুই দলের জন্যই প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত করার নির্ণায়ক হতে চলেছে।

এই মৌসুমের শুরুতেই ২২ মার্চ কলকাতায় দুই দল একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল, যেখানে আরসিবি প্রথম ম্যাচেই কেকেআর-কে হারিয়ে দুর্দান্ত সূচনা করেছিল। কেকেআর ছিল তৎকালীন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন এবং আরসিবি ছিল চাপে। আজকের ম্যাচে পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গেছে আরসিবি এখন প্লে-অফে এক কদম দূরে, অন্যদিকে কেকেআরের আশা এখন শুধুমাত্র গাণিতিক।

১৭ মে এম.চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে খেলা হবে। কিন্তু বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টির

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য এক আধিকারিক সাময়িক বরখাস্ত

আগরতলা, ১৮ মে:নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার এক আধিকারিককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের এক আদেশ নামায় জানানো হয় যে, কাকদ্বীপ মহকুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম ম্যানেজার অরুণ গোরাইন ১৩১-কাকদ্বীপ নির্বাচন ক্ষেত্রের সহকারি নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকের লগ ইন ক্রেডেনশিয়ালের মধ্যে প্রবেশ করে কতিপয় ফর্ম ডিসপোস করেন।

এ বিষয়ে নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকের জারি করা কারণ দর্শানোর নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী গোরাইন ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যেহেতু অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম ম্যানেজার অরুণ গোরাইনের আচরণ সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার পরিপন্থী তাই তাকে ঢত্রন্স্থ স্কত্রদ্রস্থন ছত্রন্তুত্বত্রন্ (ঞ্বনথন্স্থক্ষ্ম ত্রত্বথ্বঙ্খদ্রদ্র, ঙ্খদ্রদ্রঞ্চন্দ্রন খ্দ্রত্ম ঞ্জ্ঞ্মত্রখন) ট্রঙ্কত্রন্, ১৯৭১ এর ট্রঙ্কত্র ৭ (১)(খ) দ্র দ্মখন্স্থজ্জঝধারা অনুযায়ী চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন দপ্তর থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিএসএফের লাঠির আঘাতে আহত স্কুল ছাত্র, উত্তপ্ত শ্রীমন্তপুর সীমান্ত এলাকা

সোনামুড়া, ১৮ মে: শ্রীমন্তপুর সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ-এর লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত হল এক স্কুল ছাত্র। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দর সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায়। আহত ছাত্রের নাম ফয়সাল হোসেন।

জানা গেছে, বিএসএফ-এর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সীমান্তের দিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করে ফয়সাল। তখনই উপস্থিত বিএসএফ জওয়ানরা তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং এক পর্যায়ে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। ছাত্রের চিৎকারে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান।

আহত ছাত্রের পিতা জুলহাস মিয়া মৌশান জানান, ছেলে হঠাৎ করে সীমান্তে চলে গিয়েছিল, তবে এভাবে বেধরক মারধরের কোনও যুক্তি নেই। ঘটনাস্থলে ছুটে যান ছাত্রের পরিবারের সদস্যরাও।

এদিকে, আহত ছাত্রের পরিবারের পক্ষ থেকে সোনামুড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনার পর সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয়রা বিএসএফের আচরণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদারের ৮৬তম জন্মবার্ষিকী পালন কংগ্রেস ভবনে

আগরতলা, ১৮ মে: ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সুধীর রঞ্জন মজুমদারের ৮৬তম জন্মবার্ষিকী রবিবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়।

এদিন প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় রায় সহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্ব।

প্রসঙ্গত, সুধীর রঞ্জন মজুমদার ১৯৩৯ সালের ১৮ মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজনীতির পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, রাজনীতিতে যোগদানের পূর্বে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে রাজ্যসভার সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর শাসনকালে রাজ্যে বয়সোত্তীর্ণ বেকারদের চাকরি প্রদান, সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ আজও রাজ্যবাসীর স্মৃতিতে জায়গা করে রেখেছে। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সুধীর রঞ্জন মজুমদার ছিলেন একজন সৎ, নিরহংকার এবং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ রাজনৈতিক নেতা। তাঁর আদর্শ এবং কাজ আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলবে।

রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য তেলিয়ামুড়ার ১৫ সদস্যের তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ মে: এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তেলিয়ামুড়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আসন্ন রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য তেলিয়ামুড়ার ১৫ জনের সদস্য তালিকা প্রকাশ করল। শুভঙ্কর দেবনাথকে অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়েছে এবং একই সাথে শুভম ঘোষ"কে সহ অধিনায়ক-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দলের অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছে পামীর দেবনাথ, দুর্লভ রায়, পৃথ্বীরাজ গোপ, মিন্টু দেবনাথ, ধীমানজিত দাস, রণক দাস, হৃদয়জিৎ সাহা, উৎপল রুদ্রপাল, ওমকার মল্লিক, প্রীতম দেবনাথ, অসিত দাস, অর্জুন দাস এবং অঙ্কুর দেবনাথ।

তেলিয়ামুড়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে আসন্ন এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে তেলিয়ামুড়ার নির্বাচিত ক্রিকেট টিম ভালো ফলাফল করবে। এই টিমে কোচের দায়িত্ব পালন করবেন পার্থ ভট্টাচার্জি, ট্রেইনার হিসেবে রিংকু চৌধুরীর পাশাপাশি ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করবেন সৌমেন গোস্বামী।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিগত বছর তেলিয়ামুড়ার এই সিনিয়র ক্রিকেট টিম রাজ্যভিত্তিক আসরে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করেছিল। রবিবার এই সাংবাদিক সম্মেলনে তেলিয়ামুড়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সচিব নন্দন রায় সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮মে: রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধে বসলো স্থানীয় জনগণ। আনন্দপাড়া এলাকায় যাতায়তের রাস্তা মেরামতের জন্য কলসী এলাকায় পথ অবরোধে বসলো স্থানীয় লোকজনেরা।

জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে কলসী আনন্দ পাড়ায় যাতায়তের রাস্তা ভগ্নদশায় পরিনত হয়েরয়েছে। এতেকরে লোকজনেরা যাতায়তের বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতেহচ্ছে। বর্তমান সময়ে বর্ষার মরশুম চলছে। সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তাটি কাঁদায় পরিপূর্ন হয়ে রয়েছে। এলাকার লোকজনদের যাতায়তের সুবিধার্থে রাস্তা মেরামতের জন্য রবিবার কলসী থেকে জোলাইবাড়ী যাতায়তের রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয় লোকজনেরা। রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বাইখোড়া থানার পুলিশ। বাইখোড়া থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে অবশেষে পথ অবরোধ মুক্ত করে স্থানীয় লোকজনেরা।

গর্ত থেকে নিখোঁজ

● প্রথম পাতার পর

মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে দুই চিতায় বিলীন হয়ে গেল ভাই বোনের দেহ।

পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে

● প্রথম পাতার পর

ভারতীয় সেনাদের কুর্নিশ জানিয়ে রবিবার নয় বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগে এক মিছিল সংঘটিত করা হয়। এই মিছিল থেকে ভারতীয় বীর সেনাদের অভিনন্দন জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

তিনি ভারতীয় সেনাদের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি দেশের রক্ষার তাদের ভূমিকায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মাদক মামলায় পুলিশের জালে

● প্রথম পাতার পর

তেলিয়ামুড়া শহরে প্রসেনজিৎ রায়ের সামান্য একজন সার ব্যাবসায়ী থেকে মাদক সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়ে উঠার উপাখ্যানের চাপা গুঞ্জন চললেও, প্রমাণের অভাবে কিংবা প্রসেনজিতের অর্থ ও ক্ষমতার ভয়ে কেউই প্রকাশ্যে কিছুই বলতে সাহস পায়নি। অবশেষে, সেই মাদক সাম্রাজ্যের সম্রাট প্রসেনজিৎ এবার মাদক মামলায় আসাম পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলো। আসামের বাজারিছড়া থানায় দায়েরকৃত এনডিপিএস মামলা নম্বর ২১১/২৪ এর ২২(সি)/২৫/২৯ ধারায় প্রসেনজিৎ রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ তার বিরুদ্ধে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। তার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য নেশা কারবারিদেরও হদিশ মিলবে বলে আশা ব্যক্ত করেছে পুলিশ।

২৭ শে মে রাজ্যে আসছেন

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে সনাতনের ধর্মাবলম্বী সকল ধর্মপ্রাণ মানুষজনকে উপস্থিত থাকার জন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সীমান্তে বাংলাদেশের বাঁধ

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিষয়টি জানিয়েছে এবং দ্রুত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে বর্তমানে শত শত কানি জমির কৃষিজ ফসল ও পুকুর জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।

বর্ষা মৌসুমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেবে বলেই আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা দাবি তুলছেন, বাংলাদেশের তৈরি বাঁধের পুরনো নালার পথ পুনরায় খুলে দেওয়া হোক, অথবা ভারতীয় ভূখণ্ডে আইসি নগর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় একটি নতুন নালা নির্মাণ করে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হোক।

প্রশাসনের তরফ থেকে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। তবে সীমান্তবর্তী এই এলাকায় অবিলম্বে সমাধানের পথ না খোঁজা হলে আগামী দিনে তা বড় ধরনের পরিবেশ ও মানবিক সংকটের রূপ নিতে পারে বলেই মনে করছেন স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা।

নর্থইস্ট হল

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরায় মাছ উৎপাদন ছিল ৩.৭ লক্ষ টন। ২০২৩-২৪ এ হয়েছে ৬.৪ লক্ষ টন। এখনও কিছু ঘাটতি রয়েছে। এ লক্ষ্যে আজ অর্গানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার জন্য এই অ্যাকুয়া পার্কের শিলান্যাস করা হয়েছে। তিনি মাছ চাষিদের খাঁচায় মাছ চাষ, সুসংহত উপায়ে মাছ চাষ, অ্যাকুয়া, ইকো ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাছ চাষ করার পরামর্শ দেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করলে মাছ চাষিদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হবে এবং তারা অদূর ভবিষ্যতে বহিঃরাজ্যে মাছ রপ্তানী করতে পারবেন। তিনি বলেন, সারা দেশের ১১টি স্থানে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুয়া পার্ক গড়ার মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা, আসাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশে ৪টি রয়েছে। উদ্দেশ্য, রাজ্যগুলোকে মাছ উৎপাদনে স্বয়ম্ভর করে তোলা। এ পার্কে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ সহ সবরকমের ব্যবস্থা থাকবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ২০৪৭ সালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন। এ লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে এক সাথে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি কেন্দ্রীয় মৎস্য, প্রাণীসম্পদ, দুগ্ধ ও সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগেই এই অ্যাকোয়া পার্ক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় নারিকেল, সুপারি, রাবার, কাঁঠাল ইত্যাদি চাষ ভাল হয়। কেরালা রাজ্যের সাথে এর সামঞ্জস্য রয়েছে। তবে চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে মাছের উৎপাদনও বাড়াতে হবে। এলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা সহ অন্যান্য প্রকল্পের সুবিধা মৎস্যচাষিদের গ্রহণ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, এই ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুয়া পার্ক ঊনকোটি জেলা সহ রাজ্যের মৎস্যচাষিদের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রজেক্ট অনুমোদন করায় তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, এটা স্বপ্নের প্রজেক্ট। তিনি বলেন, রাজ্যে বার্ষিক প্রায় ৮৬ হাজার মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয়। মাছের ঘাটতি পূরণে নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. অভিলাস লিখি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সাগর মেহেরা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, মৎস্য দপ্তরের সচিব ড. কে শশীকুমার, অধিকর্তা ড. নীরজ কুমার চঞ্চল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা, অন্যান্য প্রকল্প ও সাফল্য নিয়ে ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। ভার্চুয়ালি কৈলাসহর থেকে অনুষ্ঠানে অংশ নেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাপতি অমলেন্দু দাস, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সহ অতিথিগণ ৫ জন কেসিসি কার্ড সুবিধাভোগী, ২ জন স্টার্ট আপ সুবিধাভোগী, ৪ জন পিএমএমএসওয়াই সুবিধাভোগী, ২ জন এমএমএমবিওয়াই-এমএসওয়াই সুবিধাভোগী এবং ২ জন সুবিধাভোগীর হাতে এনডিআরএফ ফ্লাড রিলিফের চেক তুলে দেন। এছাড়া মেলাঘর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড, জতিয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড, ধলাই ফিস ফার্মার কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড ও বরন্দোশ ফিসারী ফেড ফার্মার্স প্রডিউসার্স কোম্পানী লিমিটেডকে পুরস্কৃত করা হয়। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ন্যাশনাল ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড-এর চিফ এক্সিকিউটিভ ড. বিজয় কুমার বেহেরা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কনভয়ের গাড়ি

● আটের পাতার পর

অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছে সিপাহীজলা জেলা পুলিশ প্রশাসন।

বিষয়টি জানাজানি হতেই বিশালগড় থানার পুলিশ দ্রুত তৎপরতা দেখিয়ে অভিযুক্ত রাজকুমার সাহাকে তাঁর গাড়িসহ গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত রাজকুমার সাহা দীর্ঘদিন ধরেই নানা অপরাধমূলক কার্যকলাপে যুক্ত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কনভয়ের মত উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তাবেষ্টিত গাড়িকে নিশানা করায় এই ঘটনায় প্রশাসনের উদ্বেগ আরও বেড়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং পুরো বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই ঘটনার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কনভয় যেখানে নিরাপদ নয়, সেখানে সাধারণ মানুষ কতটা নিরাপদ, জনমনে তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে।

ক্রীড়াঙ্গন

জুনে ক্লাব মিট হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার আয়োজন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্লাব মিট হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১০ জুন থেকে। চলবে ১৪ জুন পর্যন্ত। ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন এবং এগিয়ে চলো সংঘের যৌথ উদ্যোগে হবে ওই আসর। রবিবার রাজ্য সংস্থার কর্তাদের বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া, আরও একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এদিনের বৈঠকে। সিদ্ধান্ত হয়, সাব জুনিয়র বালক এবং বালিকাদের রাজ্য হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা করার। এর জন্য অমরপুরের সিনিয়র হ্যান্ডবল কোচ পটু রায়ের উপর দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে ওই আসর করার জন্য। সিদ্ধান্ত হয়, জাতীয় জুনিয়র আসরের দল পাঠানো হবে। ওই লক্ষ্যে ২৫ মে সকাল ১১ টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের সামনের হ্যান্ডবল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচনী শিবির। এদিকে ৪৭ তম জাতীয় সিনিয়র হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১৮ জুন থেকে। আসরের অংশ নেবে ত্রিপুরা সেই লক্ষ্যে আগামী দু''একদিনের মধ্যে নির্বাচনী শিবিরের দিনক্ষণ ঠিক করা হবে। এছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সিনিয়র মেয়েদেরও পাঠানো হবে জাতীয় আসরে। বৈঠক শেষে এ খবর জানান রাজ্য সংস্থার সচিব লিটন রায়। তিনি বলেন, ত্রিপুরার হ্যান্ডবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা বদ্ধপরিকর। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা নিচ্ছি। এদিনের সভায় সদ্য সমাপ্ত রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স আসরে তৃতীয় স্থান দখল করা ড: কান্তা দেবকে অভিনন্দন জানানো হয়।

বিলোনিয়া ছোটদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে জয় পেল আমজাদনগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। মাঝে দু''দিন বিরত থাকার পর ফের শুরু হলো উত্তর বিলোনিয়া মাঠে বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৭ বালকদের স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সীমিত ওভারের এই দিকে টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী রবিবার মাঠে নামে আমজাদ নগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও দক্ষিণ সোনাইছড়ি দ্বাদশ বিদ্যালয়।

দুইদলের এই ম্যাচে একপ্রকার শ্বাসরুদ্ধকর জয় ছিনিয়ে নিলো আমজাদনগর।

জয়ী দল মাত্র ২ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে প্রতিপক্ষ দক্ষিণ সোনাছড়িকে। সকালে দক্ষিণ সোনাইছড়ি টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলে আগে বের করার সুযোগ পায় আমজাদ নগর। ইনিংসে আমজাদ নগর শারজাদ হোসেনের অপরাজিত ৩৪ রান ও আব্দুল রাসুলের ৪০ রানের সাহায্যে বৃষ্টি বিঘ্নিত নির্ধারিত সাত ওভারে তিনজন ব্যাটসম্যান কে হারিয়ে তুলে ৯০ রান। দক্ষিণ সোনাইছড়ির বোলারদের মধ্যে একাই তিনটি উইকেট নেয় আকবর হোসেন। জবাবে জয়ের জন্য ৯১ রানে টার্গেট নিয়ে দক্ষিণ সোনাইছড়ি ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৭ ওভারে একজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ৮৮ রান তুলতে সক্ষম হয়।

ইনিংসে আকবর হোসেন ৪২ রানে ও সাহাজিত হোসেন ৩১ রানে থাকে অপরাজিত।

ছত্তিশগড়ে অনূর্ধ-২০ জাতীয় ফুটবলে মিজোরামের কাছে হেরে ব্যাকফুটে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কার্যত ছিটকে গেলো ত্রিপুরা। ছত্তিশগড়ে অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দ অনূর্ধ-২০ বালকদের ফুটবল আসর থেকে। রবিবার গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ত্রিপুরা বিধ্বস্ত হয় শক্তিশালী মিজোরামের বিরুদ্ধে। ওই রাজ্যের রামকৃষ্ণ মঠ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলে বড় ব্যবধানে জয় তুলে নেয় মিজোরাম। তেমন কোনও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি ত্রিপুরার ফুটবলাররা। তবে নবকিশোর, নেলসন-রা যদি প্রাপ্ত সুযোগ গুলি কাজে লাগাতে পারতো তাহলে ব্যবধান কিছুটা কমতো হয়তোবা। ম্যাচে ত্রিপুরা ১১-১ গোলে পরাজিত হয়। এদিন শুরু থেকেই ত্রিপুরার বক্সে ক্রমাগত আক্রমণ করতে থাকে মিজোরামের ফুটবলাররা। প্রথমার্ধেই ২-১ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মিজোরাম। দ্বিতীয়ার্ধে হাল ছেড়ে দেন ত্রিপুরার ফুটবলাররা। শরীর যেন চলছিল না। ত্রিপুরার পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন সুখদয়াল জমাতিয়া। খেলা শেষে ত্রিপুরার দলের ম্যানেজার সুশান্ত দেববর্মা টেলিফোনে বলেন, যোগ্য দল হিসেবেই জয় পেয়েছে মিজোরাম। প্রচন্ড গরমে নাজেহাল আমাদের ফুটবলাররা। তাই তাই এদিন খেলতেই পারিনি। তবে আমাদের সামনে এখন আর সুযোগ নেই বললেই চলে গ্রুপ থেকে বেরোনোর। কারণ মিজোরাম যথেষ্ট শক্তিশালী দল। তবুও আমরা চাইবো শেষ ম্যাচে জয় পেতে। ২০ মে ত্রিপুরা গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

তেলিয়ামুড়া সিনিয়র ক্রিকেট দলের নেতৃত্বে শুভঙ্কর দেবনাথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আসন্ন রাজ্য ভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে ১৫ সদস্যক তেলিয়ামুড়া দল ঘোষণা করল তেলিয়ামুড়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন।মহকুমা দলের নেতৃত্বে রয়েছেন শুভঙ্কর দেবনাথ।

একই সাথে শুভম ঘোষ''কে সহ অধিনায়ক-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।দলের বাকি ক্রিকেটাররা হলেন পামীর দেবনাথ, দুর্লভ রায়, পৃথ্বীরাজ গোপ, মিন্টু দেবনাথ, ধীমানজিত দাস, রণক দাস, হৃদয়জিৎ সাহা, উৎপল রুদ্রপাল, ওমকার মল্লিক, প্রীতম দেবনাথ, অসিত দাস, অর্জুন দাস এবং অঙ্কুর দেবনাথ।

রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে মহকুমা দল ঘোষণা করেন তেলিয়ামুড়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। কর্মকর্তাদের প্রত্যাশা আসন্ন এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে তেলিয়ামুড়ার নির্বাচিত ক্রিকেট টিম ভালো ফলাফল করবে। এই টিমে কোচের দায়িত্ব পালন করবেন পার্থ ভট্টাচার্জি, ট্রেইনার হিসেবে রিংকু চৌধুরীর।

পাশাপাশি ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করবেন সৌমেন গোস্বামী। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিগত বছর তেলিয়ামুড়ার এই সিনিয়র ক্রিকেট টিম রাজ্যভিত্তিক আসরে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করেছিল।

সাংবাদিক সম্মেলনে তেলিয়ামুড়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সচিব নন্দন রায় সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ঘরোয়া ফুটবলে পানতৌয় স্পোর্টিংকে ছয় গোলে হারিয়ে জম্পুইজলা জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। ঘরোয়া সি ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে। আজ, রবিবার বিকেলে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার ৬-০ গোলের বড় ব্যবধানে পানতৌয় স্পোর্টিং সোসাইটি কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে প্রথম গোল ১১ মিনিটের মাথায় কর্ণ কলৈই-এর পা থেকে। দু মিনিট বাদে ভদ্র সাধন জমাতিয়া আরও একটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে নেয়। খেলার আঠাশ মিনিটের মাথায় অ্যালেক্স ডার্লং এর গোলে ব্যবধান বেড়ে ৩-০ হয়। ৩৬ মিনিটের মাথায় ভদ্র সাধন ফের আরও একটি গোল করলে প্রথমার্ধেই ব্যবধান ৪-০ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পানতৌয় স্পোর্টিং সোসাইটি-র একদিকে যেমন একটা প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। অপরদিকে গোল পরিশোধেরও কোনও সুযোগ পায়নি। উপরন্ত খেলার অন্তিম পর্য্যায়ে ৭০ মিনিটের মাথায় কর্ণ কলৈই এবং ৮২ মিনিটের মাথায় রাহুল রিয়াং পরপর দুটি গোল করলে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের পক্ষে ব্যবধান বেড়ে ছয়- শূন্য হয়। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা।

ইডেনেই হবে আইপিএলের ফাইনাল, আশাবাদী সৌরভ, অবাক হয়েছেন কোহলির টেস্ট-অবসরে

ইডেন গার্ডেন্সেই হবে আইপিএলের ফাইনাল। অন্য মাঠে তা সরে যাবে না। আশা প্রকাশ করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর মতে, আচমকা ফাইনাল সরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। সৌরভ অবাক হয়েছেন টেস্ট থেকে বিরাট কোহলির আচমকা অবসরেও।আইপিএলের প্লে-অফের মাঠ এখনও জানায়নি বিসিসিআই। তবে অনেকেই মনে করছেন, বৃষ্টির কারণে ইডেন থেকে ফাইনাল সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে অহমদাবাদে।এ দিন শহরে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সৌরভ বলেন, ''আমরা চেষ্টা করছি ফাইনাল ইডেনে করার। বোর্ডের সঙ্গে কথা বলছি। এত সহজে ফাইনাল সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়? ইডেনেই প্লে-অফ হবে। আশা করি দ্রুত সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমি খুবই আশাবাদী।''ইডেন থেকে ফাইনাল সরবে এ কথা জানতে পেরে শুক্রবার প্রতিবাদ করেছিলেন কিছু সমর্থক। সৌরভের বক্তব্য, ''প্রতিবাদ করে খুব একটা কিছু হয় না। বোর্ডের সঙ্গে সিএবি-র সম্পর্ক খুব ভাল। কলকাতায় লিগের ম্যাচ শেষ হয়ে গিয়েছে বলেই নতুন সূচিতে ইডেনের নাম নেই।'' সম্প্রতি কয়েক দিনের ব্যবধানে টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি। দু'জনের সিদ্ধান্তেই অবাক সৌরভ। বলেছেন, ''আমি জানি এটা ওদেরই সিদ্ধান্ত। কেউ কি নিজের ইচ্ছা ছাড়া খেলা ছাড়তে পারে? বিরাটের ক্রিকেটজীবন অসামান্য। একই কথা বলব রোহিতের ক্ষেত্রেও। তবে কোহলির অবসর আমায় অবাক করেছে।''শুভমন গিল বা ঋষভ পন্থকে টেস্ট দলের অধিনায়ক করার ভাবনাচিন্তা চলছে। সৌরভের মতে, নির্বাচকদের সতর্ক থাকা উচিত। তাঁর কথায়, ''নির্বাচকদের বুঝেশুনে পা ফেলা উচিত। পক্ষে-বিপক্ষে অনেক বিষয় রয়েছে। ওদের দীর্ঘমেয়াদি ভাবনাচিন্তা করা উচিত। নির্বাচকেরা কী করবে সেটা ওদেরই ভাবতে দিন। বুমরাহের চোট পাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। সেটাও ভাবতে হবে।''

হকি ত্রিপুরার উদ্যোগে আম্পায়ার রেফারিদের ক্লিনিক অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনুষ্ঠিত হলো আম্পায়ারদের ক্লিনিক। হকি ত্রিপুরা সংস্থার উদ্যোগে। ররিবার বাধারঘাটের এস পি নন্দী হকি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ক্লিনিক। তাতে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৩০ জন রেফারি অংশ নিয়েছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা সহ রাজ্য সংস্থার কর্তারা। হকির বিভিন্ন আধুনিক নিয়মকানুন নিয়ে রেফারিদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এদিন শিবিরে। আগামী দিনও এমন ক্লিনিক আরও করা হবে বলে জানান হকি ত্রিপুরার কর্তারা।

ফুটবল ক্লাবের পক্ষ থেকে কৃতি সংবর্ধনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মাঠে ময়দানের সক্রিয় সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠিত ফুটবল ক্লাব। কিন্তু সামাজিক সচেতনতা বোধ অত্যন্ত প্রবল। নাম দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাব। বাধারঘাটস্থিত এই ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে থাকা নতুন প্রজন্মের তথা ইয়থ সদস্যদের বিশেষ করে দ্বাদশ মান পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ পাঁচজনকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করার মধ্য দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়েছে। বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক গৌতম ব্যানার্জি এবং অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দ আজ, রবিবার সকালে ফুটবল মাঠেই এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ যুব সদস্যদের বিশেষ করে শিরস্বজিৎ লোধ, দেবজিৎ বিশ্বাস, আকাশ বোস, অভিনব সাহা ও শুভ্রনীল দাস কে স্মারক উপহার ও সম্মাননা হাতে তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রত্যেকেই তাদের আরও সাফল্য কামনা করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাবের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক গৌতম ব্যানার্জি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

টি-টোয়েন্টিতে টেস্টের বিরাট বন্দনা

বেঙ্গালুরুর বৃষ্টিতে ভেসে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্সের আশা। শনিবার চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ বারের আইপিএল থেকে বিদায় নিল কেকেআর। একইসঙ্গে স্বপ্নভঙ্গ ঘটল চিন্নাস্বামীর দর্শকদেরও। বিরাট কোহলিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য তাদের পরিকল্পনায় কাঁটা হয়েদাঁড়াল বৃষ্টি।ক'দিন আগেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন বিরাট। প্রিয় নায়ককে সম্মান জানানোর উদ্দেশে এ দিন সাদা জার্সি পরে মাঠে আসেন চিন্নাস্বামীর প্রচুর দর্শক। যে জার্সির পিছনে লেখা ছিল ১৮ সংখ্যাটি। যা বিরাটের জার্সি নম্বর। কিন্তু বৃষ্টিতে টস হওয়াই সম্ভব হয়নি।যার ফলে মাঠে আর বিরাটকে দেখতে পেলেননা দর্শকরা।বিরাট-মঞ্চে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সামনে পরীক্ষাটা ছিল কঠিন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বৃষ্টি থাবা বসাল শুরু থেকেই। এবং, প্রকৃতিই শেষ পর্যন্ত শেষ কথা বলল। এই ম্যাচে এক পয়েন্ট পাওয়ায় কেকেআরের পয়েন্ট দাঁড়াল ১৩ ম্যাচে ১২। শেষ ম্যাচ জিতলেও ১৪ পয়েন্টের বেশি হবে না অজিঙ্ক রাহানের দলের। কিন্তু ১৪ পয়েন্ট যথেষ্ট নয় প্লে-অফের জন্য। ফলে ছিটকে গেল গত বারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স।এক পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে চলে গেল

গুয়াহাটিতে রাইজিং কাপ ক্রিকেটে ফাইনালের লক্ষ্যে ত্রিপুরা আজ মণিপুরের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরিত্যক্ত হলো ম্যাচ। মুষলধারে বৃষ্টির ফলে আউট ফিল্ড ভিজে থাকায়। ফলে অপরাজিতভাবে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলো ত্রিপুরা। আগামীকাল (সোমবার) ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে ত্রিপুরা খেলবে মনিপুরের বিরুদ্ধে। প্রথমবর্ষ উত্তর পূর্ব রাইজিং কাপ অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের ক্রিকেট আসরে। রবিবার গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরার মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল সিকিমের। কিন্তু এদিন সকাল থেকে ইলশে গুরি বৃষ্টির ফলে মাঠের আউটফিল্ড ভিজে যায়। আম্পায়ার-রা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত ম্যাচটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন।

ফলে ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পেলো ত্রিপুরা। সোমবার সেমিফাইনালে ত্রিপুরা খেলবে মণিপুরের বিরুদ্ধে। বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচটি। এখবর জানান রাজ্য দলের ম্যানেজার পার্থ চৌধুরী। গুয়াহাটি থেকে তিনি টেলিফোনে বলেন, দুটো দলই নির্দিষ্ট সময় মাঠে হাজির ছিল। কিন্তু শনিবার রাত থেকে বৃষ্টির পরে আউটফিল্ডে জল জমে যায়। মাঠের কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করলেও মাঠ খেলার উপযুক্ত করে তুলতে পারেনি। কারণ সকাল থেকেই চলছিল ইলসেগুড়ি বৃষ্টি। ফলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই ম্যাচটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সেমিফাইনাল ত্রিপুরা ফেভারেট হিসেবে মাঠে নামবে দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলেন ম্যানেজার। এদিন খেলা না হলেও ইন্ডোরে অনেকটা গা ঘামিয়ে নেয় এঞ্জেল পাল-রা।

প্রাক্তন জিমন্যাস্ট ও কোচ সুনীল নাথ ভৌমিক প্রয়াত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ৬০-৭০ দশকের খ্যাতনামা জিমন্যাস্ট তথা প্রাক্তন এন আই এস কোচ সুনীল নাথ ভৌমিক প্রয়াত। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর শনিবার রাতে আগরতলা শহরতলী ওএনজিসি স্থিত ছেলের ভাড়া বাড়িতে প্রয়াত হলেন।জীবনের দীর্ঘ্য সময় জিম্যাস্টিক্সের সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি।তাঁর প্রশিক্ষণে বহু জিম্যাস্ট উঠে এসেছে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। পানিসাগরস্থিত আঞ্চলিক শারীর শিক্ষন কলেজে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। মৃদুভাষী নম্র ও ভদ্র সভাপাপন্ন ছিলেন। স্ত্রী আগেই প্রয়াত হয়েছেন, এক ছেলে সহকারী অধ্যাপক ও বিবাহিত মেয়ে রয়েছে।

ক্রিকেট মাঠের পিচে 'প্রপোজ' করেছিলেন, ক্রিকেট মাঠেই তাঁর নামে স্ট্যান্ড! ১৭ বছরে সম্পূর্ণ রোহিত-রীতিকার কাহিনির বৃত্ত

শুক্রবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে 'রোহিত শর্মা স্ট্যান্ড' উদ্বোধনের সময় চোখে জল রীতিকা সজদের। আনন্দাশ্রু। ১৭ বছর আগেও কি এমনই ছিল? যেদিন এমনই এক ক্রিকেট মাঠের পিচের উপর নিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে নতজানু হয়েছিলেন প্রেমিক রোহিত?সেটা ছিল বোরিভেলি ক্রিকেট স্টেডিয়াম। রোহিতের ম্যানেজার ছিলেন রীতিকা। দু'জনের সম্পর্ক বন্ধুত্ব থেকে প্রেমে গড়িয়ে যেতে খুব একটা সময় নেয়নি। অতঃপর রীতিকাকে বোরিভেলি স্টেডিয়ামের মাঝখানে পিচের উপর নিয়ে গিয়েছিলেন রোহিত। হাঁটু গেড়ে বসে বলেছিলেন, "এটাই আমার প্রতিদিনের অফিস। আমার আঁতুড়ঘর। এখানেই আমি বেড়ে উঠেছি। তুমি কি আমার সঙ্গে হাঁটবে?"বাকিটা ইতিহাস। যে ইতিহাস লেখা হল গত ১৭ বছর ধরে। সেটা ২০০৮ সাল। রোহিত তখন ২০ বা ২১। ততদিনে 'প্রতিভাবান ক্রিকেটার' হিসাবে চিহ্নিত। ২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর গোটা ১৫-১৬ এক দিনের ম্যাচ আর চার-পাঁচটা টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ঠিকই। কিন্তু তখনও অনিশ্চিত তাঁর ক্রিকেট ভবিষ্যৎ। প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের সম্ভাবনা জাগিয়ে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা তো বিরল নয়। বোরিভেলিতে দাদু-ঠাকুমার কাছে বড় হওয়া তরুণ রোহিত বয়ে যেতে পারতেন ভারতীয় ক্রিকেটের বৈভবের স্রোতে। এ-ও এক ঘটনাচক্রে, যে রীতিকাই তাঁর কাছে নিয়ে আসতেন কোটি কোটি টাকার হাতছানি।রীতিকা তখন মুম্বইয়ের একটি স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট সংস্থার অন্যতম কর্ণধার। সেই সংস্থার সিইও এবং রীতিকার তুতো ভাই বান্টি সজদে চেয়েছিলেন রোহিতকে চুক্তিবদ্ধ করতে। দায়িত্ব দিয়েছিলেন বোন রীতিকাকে। ওই সংস্থার সঙ্গে ততদিনে ক্রিকেটার যুবরাজ সিংহ-সহ কয়েক জন ক্রীড়াবিদ চুক্তিবদ্ধ। যুবরাজের বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিষয় দেখতেন বান্টি। আর সংস্থার তরফে যুবরাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন রীতিকা। সেই সূত্রে রীতিকা রাখিও পরাতেন যুবরাজকে।ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছাপিয়ে তাঁদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল পারিবারিক সম্পর্ক। শোনা যায়, ক্রিকেটার রোহিতকে বাগে পেতে যুবরাজের সাহায্য চান রীতিকা। 'রাখি বোন'কে সাহায্যও করেছিলেন যুবরাজ। তিনি তখন ভারতীয় দলে সিনিয়র। তবে জুনিয়র সতীর্থ রোহিতকে হুঁশিয়ারি দিয়ে যুবরাজ বলেছিলেন, রীতিকা তাঁর বোন। কথাবার্তা যেন পেশাগত বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকে। সতর্ক করে দেন রীতিকাকেও। পরে এক সাক্ষাৎকারে রোহিতই বলে দিয়েছিলেন, "যুবিভাই আমাকে কড়া সুরে পরিষ্কার বলে দিয়েছিল রীতিকার থেকে দূরে থাকতে। প্রয়োজন ছাড়া কথা-টথা না বলতে।"কথা অবশ্য শুরুতে ফোনেই হত। শেষমেশ ২০০৮ সালে একটি বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে প্রথম দেখা। এবং মুখোমুখি কথা। শর্মা দম্পতির ঘনিষ্ঠেরা বলেন, প্রথম দেখাতেই নাকি ভাল লাগা ছিল। তখন দু'জনেই ভুলেছেন যুবরাজের সতর্কবাণী! ক্রমশ ভাল বন্ধু হয়ে ওঠেন রোহিত-রীতিকা। ঘন ঘন দেখা করতেন কাজের ছুতোয়। ভাললাগা থেকেই ভালবাসা।দু'জনে এক দিন যান বোরিভেলি স্পোর্টস ক্লাবে। যেখানে ক্রিকেটার রোহিতের 'ব্যাটে খড়ি'। সেখানেই রোহিত প্রপোজ করেন রীতিকাকে। ২০০৮ থেকেই রোহিত-রীতিকার একসঙ্গে পথ চলা শুরু। ছ'বছর পর, ২০১৫ সালে প্রেম পরিণতি পায় পরিণয়ে। ২০১৮ সালে প্রথম সন্তান সামাইরা। ২০২৪ সালে দ্বিতীয় সন্তান আহান। যাদের নিয়ে ক্রিকেট মাঠের বাইরের রোহিত পুরোপুরি 'ফ্যামিলিম্যান'। যিনি কন্যাকে স্কুলে ছেড়ে আসতে যান। যোগ দেন স্কুলের 'পেরেন্ট-টিচার্স' বৈঠকেও।ক্রিকেটের দুনিয়ায় রোহিত 'হিটম্যান'। ভারতের অধিনায়কত্ব করেছেন তিন ফর্ম্যাটে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছেন। ওয়ান ডে বিশ্বকাপে ফাইনালে তুলেছেন দেশকে। সদ্য টেস্ট ম্যাচের আঙিনা ছেড়েছেন। কিন্তু জানিয়েছেন, খেলবেন একদিনের আন্তর্জাতিক। ইচ্ছা আছে ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলার। রোহিতের টেস্ট থেকে অবসর নিয়ে আবেগতাড়িত হয়েছেন তাঁর ভক্তেরা। সেই আবহেই শুক্রবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে উদ্বোধন হল 'রোহিত শর্মা স্ট্যান্ড'-এর। ১৭ বছর আগের প্রেমিকা রীতিকা রইলেন রোহিতের পাশে। জীবনসঙ্গিনীর পরিচয়ে।ক্রিকেটমাঠে শুরু হয়েছিল তাঁদের কাহিনি। ১৭ বছর পরে সেই ক্রিকেট মাঠেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। ১৭ বছর আগে এক নবীন ক্রিকেটার নতজানু হয়েছিল প্রেমিকার সামনে। ১৭ বছর পরে যাঁর নামে তাঁর শহরের বৃহত্তম স্টেডিয়ামে স্ট্যান্ডের উদ্বোধন হল, তিনি ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক, সাদা বলের ক্রিকেটে চূড়ান্ত সফল (একমাত্র তাঁরই তিনটি দ্বিশতরান রয়েছে ওই ফর্ম্যাটে) এবং দুই সন্তানের পিতা।

সমাপতন? হবে হয়ত। সুখকর সমাপতন। আনন্দাশ্রুর দোষ কী!

দু'বছর টেস্ট না-খেলা ক্রিকেটার 'চাকরির পরীক্ষা' দিয়ে অধিনায়ক! লড়াই একেবারে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে

ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট দলের নতুন অধিনায়ক হলেন রস্টন চেজ। নেতৃত্বের দিক থেকে এই কাজ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ৩৩ বছরের ক্রিকেটার দু'বছর ধরে টেস্টই খেলেননি। তিনি ক্রেগ ব্রাথওয়েটের থেকে দায়িত্ব নেবেন। মার্চ মাসে ইস্তফা দিয়েছিলেন ব্রাথওয়েট।অধিনায়ক হিসাবে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া সিরিজ প্রথম চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে চেজের কাছে। জুন-জুলাইয়ে তিন টেস্টের সিরিজ রয়েছে। প্রথম টেস্ট বার্বাডোজের ব্রিজটাউনে, যা চেজের ঘরের মাঠ। পাশাপাশি সেটি তাঁর ৫০তম টেস্টও হতে চলেছে।২০১৬-য় টেস্টে অভিষেক হয়েছিল চেজের। ৪৯টি টেস্টে ২২৬৫ রান করেছেন। গড় ২৬.৩৩। পাঁচটি শতরান রয়েছে। বল হাতে ৮৫টি উইকেট নিয়েছেন।ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ জানিয়েছে, চেজকে বাছা হয়েছে অনেক আলোচনা এবং পদ্ধতির পরে। সাইকোমেট্রিক টেস্টিং (চাকরির ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়) ছাড়াও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। কোচ ড্যারেন স্যামিও হাজির ছিলেন সেই প্রক্রিয়ায়।তিনি বলেছেন, "আমি পুরোপুরি এই সিদ্ধান্তের পক্ষে। আমাদের নতুন অধিনায়ক ইতিমধ্যেই সতীর্থদের থেকে সম্মান আদায় করে নিয়েছে। পাশাপাশি নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে ভাল মতো জানে। অতীতেও দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়বদ্ধতা ওর মধ্যে দেখা দিয়েছে। সমর্থকদের কাছে অনুরোধ, আপনারা সবাই মিলে নতুন অধিনায়কের পাশে থাকুন।"ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক দিনের ক্রিকেট এবং টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন শাই হোপ। তবে টেস্টের দায়িত্ব নিতে চাননি। তিনি সাদা বলের ক্রিকেটেই মনোযোগ দিতে চান।বেশ কিছু বছর ধরেই টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফলাফল বেশ খারাপ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ওঠার ধারেকাছেও কোনও বার পৌঁছতে পারেনি তারা। বার্বাডোজের চেজের কাছে চ্যালেঞ্জ ক্যারিবীয় ক্রিকেটের অতীত গৌরব ফেরানোর।

মানুষের সেবায় অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। রাজ্যের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ণ করা, বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের মাধ্যমে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং মানুষের সেবায় অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সিভিল সার্ভিস অফিসারদের কাজের নিরিখেই মানুষ তাদের কথা মনে রাখেন। তাই নিজের কাজের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। সঠিক সময়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এভাবে কাজ করলেই সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি প্রতিটি মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আজ আগরতলার কুঞ্জবনে সিভিল সার্ভিস অফিসার্স ইনস্টিটিউটের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত অফিসার্সদের "স্টিল ফ্রেম অব ইন্ডিয়া" বলে সম্বোধন করেছিলেন। এই বক্তব্য যথার্থই বাস্তবিক। কারণ সকল স্তরের অফিসারদের দায়িত্বশীল প্রয়াসের ফলেই রাজ্য প্রশাসনকে প্রান্তিক এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাতে সাফল্যের সঙ্গে এনইসি প্লেনারী সেশনের আয়োজন, গত আগস্ট মাসে রাজ্যের ভয়াবহ বন্যায় সিভিল সার্ভিস অফিসারদের অনবদ্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সিভিল সার্ভিস অফিসারদের মানুষের জন্য কাজ করার বিরাট সুযোগ রয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে সবাইকে কাজের সুযোগ করে দিয়েছে। রাজ্যের মেয়েরাও এখন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সমান দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। রাজ্যে বর্তমানে ৫৯ জন আইএএস অফিসার, ৪২ জন আইপিএস অফিসার, ৪০ জন আইএফএস অফিসার ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরে অনেক অফিসার কর্মরত রয়েছেন। এছাড়াও রাজ্যে ৪৭০ জন টিসিএস অফিসার, ১৫২ জন টিপিএস অফিসার এবং ৫০ জন টিএফএস অফিসার কর্মরত রয়েছেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই নতুন বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সিভিল সার্ভিস অফিসারদের জন্য একটি মাইলফলক। এই ভবন নির্মাণ হলে অফিসারদের এবং তাদের পরিবারের জন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ভবনটি অত্যন্ত সহায়ক হবে। পাশাপাশি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কও সুদৃঢ় হবে এই ধরণের উদ্যোগের ফলে। সিভিল সার্ভিস অফিসারগণ রাজ্যে আরও বেশি কাজ করার প্রতি আকৃষ্ট হবেন। তিনি বলেন, অফিসারদের দক্ষতা এবং নিরলসভাবে কাজ করার মানসিকতা বর্তমানে রাজ্য ও সারা দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নতিতে কাজ করছেন। তাই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সার্বিক উন্নতিতে সিভিল সার্ভিস অফিসারদের আন্তরিক প্রয়াস এবং আজকের রক্তদানের মতো মহতি উদ্যোগের জন্য শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, ছোট রাজ্য ত্রিপুরায় বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ণে বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যা দেশব্যাপী সমাদৃত হচ্ছে। রাজ্যের ক্রমবর্ধমান উন্নতির সঙ্গে সিভিল সার্ভিস অফিসারদের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন রাজ্যের উন্নতির একটি প্রতিচ্ছবি। নির্বাচনের সময়, উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণ বা বিপর্যয় মুহূর্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে সিভিল সার্ভিস অফিসারদের গুরু দায়িত্ব রয়েছে। ইতিমধ্যে তাদের কাজের মাধ্যমে তা প্রামাণিতও হয়েছে। তিনি সিভিল সার্ভিস অফিসারদের পক্ষপাতহীন এবং স্বচ্ছনীতি নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। ত্রিপুরাকে আগামী দিনে উন্নতির শিখরে পৌঁছতে সিভিল সার্ভিস অফিসারদের কাজ সহায়ক ভূমিকা নেবে বলে মুখ্যসচিব আশা ব্যক্ত করেন।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে সুশাসন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, স্বচ্ছ সামাজিক পরিকাঠামো গড়ার ক্ষেত্রে সিভিল সার্ভেন্টদের অন্যতম ভূমিকা রয়েছে। নতুন এই ভবন নির্মাণ হলে ভবনটিতে অফিসরদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির সুবিধা থেকে শুরু করে লাইব্রেরী, ইন্ডোর গেমস সহ সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থাকবে। অনুষ্ঠান মঞ্চে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, পিসিসিএফ আরকে সামাল।

বিশ্রামগঞ্জে শাসক দলের নেত্রীর স্বামীর দোকানে লুটপাট, আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা

বিশ্রামগঞ্জ, ১৮ মে: শনিবার গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানার চেছুড়িমাই জাতীয় সড়কে অবস্থিত এক দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। চুরির শিকার ব্যবসায়ী গৌতম ভৌমিক। জানা গেছে, তিনি শাসক দলের একনিষ্ঠ নেত্রী'র স্বামী।

ব্যবসায়ীর অভিযোগ, শনিবার রাত দশটা নাগাদ প্রতিদিনের মতো দোকান বন্ধ করে তালা লাগিয়ে বাড়ি ফিরে যান তিনি। পরদিন রবিবার সকালে দোকানে এসে তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। দোকানের ভিতরে ঢুকে তিনি দেখেন, দোকানের একটি দামি ফ্রিজ (মূল্য প্রায় ২৫,০০০ টাকা), চা ও কফির মেশিন, ঠান্ডা পানীয়, বিভিন্ন রকমের চকলেট, মসলা, সিগারেটসহ প্রায় ৫০,০০০ টাকার পণ্য চুরি হয়ে গেছে।

মাত্র আড়াই মাস আগে স্বামী-স্ত্রী মিলে দোকানটি শুরু করেছিলেন গৌতমবাবু। সেই দোকান থেকেই চলত তাদের সংসার। এ ধরনের ঘটনায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন বলে জানান।

চুরির খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিশ্রামগঞ্জ থানার সেকেন্ড ওসি মিঠুন সাহা। তিনি একটি চুরির মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছেন। চেছুড়িমাই জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় সম্প্রতি অনেক দোকানপাট গড়ে উঠেছে। তবে বেশিরভাগ দোকানেই রাত্রিকালীন নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। ফলে চোরের দল সুযোগ নিয়ে একের পর এক দোকানে লুটপাট চালাচ্ছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন।

নদী গর্ভে যাচ্ছে রাস্তা, এলাকাজুড়ে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৮ মে: তেলিয়ামুড়া থেকে দাউছড়া রাস্তার ঘিলাতলী বাজার এলাকায় নদী ভাঙ্গন এই সময়ের মধ্যে তীব্র আকার ধারণ করেছে। খোয়াই নদীর গর্ভে সংশ্লিষ্ট সড়ক পথটির একটা বিরাট অংশ প্রায় যেতে বসেছে। গত বছরের বন্যা এবং বন্যা পরবর্তী সময়ে এই ভাঙ্গন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। যদিও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এরপর থেকে এই ভাঙ্গন রোধ করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নজরে পড়েছে এবং বর্তমানেও সংশ্লিষ্ট এলাকায় কাজ চলছে।

কিন্তু নদীর ভয়ানক রূপ প্রতিনিয়ত এমনটাই ক্রমবর্ধমান গতি লাভ করছে যে, প্রতিনিয়ত রাস্তা ভাঙতে ভাঙতে ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এলাকার একটা বিরাট অংশ আশঙ্কা প্রকাশ করছেন এইভাবে যদি ভাঙ্গন অব্যাহত থাকে তাহলে অচিরেই দাওছড়া তেলিয়ামুড়া সড়ক পথের ঘিলাতলী বাজারের উপরের যে অংশটা আছে সেই অংশটা নদীর গর্ভে চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে প্রশাসন আরো দ্রুততার সাথে সদর্থক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভাঙ্গন রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করুক, এই দাবি ক্রমান্বয়ে জোরালো হচ্ছে।

মাইছড়া বাজারে পরপর দোকানে চুরির হানা, পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন

বিলোনিয়া, ১৮ মে: উত্তর ভারত চন্দ্র নগর বাজারে চুরির ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের চোরের দল চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল পুলিশের দিকে। ঘটনার ষোল দিনের মাথায় গত শনিবার গভীর রাতে চুরির ঘটনা ঘটল মাইছড়া বাজারে। নিশি কুটুম্বের মতো চোরের দল হানা দেয় একাধিক দোকানে।রবিবার সকালে দোকান খুলতে গিয়ে দোকানদাররা চুরির ঘটনা টের পান। চোরেরা কখনও টিনের বেড়া কেটে, কখনও দরজার তালা ভেঙে আবার কখনও ছাউনি কেটে দোকানের ভিতরে প্রবেশ করে। ফলের দোকান থেকে শুরু করে ঔষধের দোকান, সবজি দোকান, এমনকি টিফিনের দোকান — কোনও কিছুই বাদ দেয়নি চোরেরা। একই রাতে আটটি দোকানে হানা দিয়ে তারা চুরি করে চারটি গ্যাস সিলিন্ডার, নগদ অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী।

এই ঘটনায় মাইছড়া বাজার ও আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র আতঙ্ক ও ক্ষোভ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বিলোনিয়া থানার ইনস্পেক্টর স্বপন সেন, রাহুল জমাতিয়া সহ পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীর সদস্যরা। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সঙ্গে ছুটে আসে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল, যারা দোকানের কাটা টিনের বেড়া থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেন। প্রাথমিক অনুমান, বেড়া কাটতে গিয়ে চোরের হাত কেটে যায়।

উল্লেখযোগ্য, কিছুদিন আগেই মাইছড়ার সাঁই বাবা মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। মন্দিরের তালা ভেঙে চোরেরা প্রণামী বাক্স ও পূজার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। যদিও সেই ঘটনারও এখনও পর্যন্ত কোনও কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। একের পর এক চুরির ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ।

মাইছড়া বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সম্পাদক চন্দন দাস সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুলিশের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি দাবি জানান, অবিলম্বে চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি তিনি সন্ধ্যার পর বাজার এলাকায় নিয়মিত পুলিশের টহল বাড়ানোর জোর দাবি জানান।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, মাইছড়া এলাকায় নেশাখোরদের আনাগোনা দিন দিন বেড়েছে এবং এই নেশায় আসক্তরাই এই চুরির ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকতে পারে। বাজার ও আশপাশের মানুষের দাবি, পুলিশের অবহেলা বন্ধ করে অবিলম্বে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ এই চক্রকে ধরতে সক্ষম হয় কি না, নাকি ফের একবার চোরেরা পুলিশের নাকের ডগায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে চুরি চালিয়ে যাবে।

পুরনিগম এলাকার স্মার্টসিটির আওতায় ড্রেনের কাজ পরিদর্শনে পুর নিগম কমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে: আজ কুমারীটিলা থেকে রামঠাকুর সংঘ পর্যন্ত নির্মীয়মান ড্রেনের কাজ ঘুরে দেখেন পুর নিগমের কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব। উনার সঙ্গে ছিলেন কর্পুরেটর লতা নাথ ও কর্পোরেটর হীরালাল দেবনাথ সহ পুর নিগমের আধিকারিকরা।

পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শৈলেশ কুমার যাদব বলেন, আগরতলা শহরের দুর্গা চৌমুহনী এলাকা পোস্ট অফিস চৌমুহনী এলাকা লাল বাহাদুর এলাকা, হরিগঙ্গা বসাক রোড এলাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় ড্রেন নির্মাণ করে ঢাকার কাজ চলছে। প্রতিটা ড্রেনের উপরই ফুটপাত নির্মাণ করা হবে। তিনি আরও বলেন কুমারী টিলা এলাকা থেকে অভয়নগর পর্যন্ত রাজ্য গঠিত হওয়ার পর থেকে কখনোই ড্রেন নির্মাণ করা হয়নি। ফলে রাস্তার অনেক অংশই জনগণ নিজেদের সীমানায় ঢুকিয়ে নিয়েছে এবং রাস্তা সংকুচিত হয়ে গেছে। সেই জবরদখল করা জায়গা দখলমুক্ত করা হবে এবং প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করা হবে। প্রায় চার পাঁচ মিটার আরো প্রশস্ত করা হবে এই রাস্তা। আগরতলা শহরের প্রতিটি রাস্তার ড্রেন ই জানুয়ারি মাসের টেন্ডার করার পর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যার কাজ শুরু হয়েছে এবং আগামী দু বছরের ভেতরে যার কাজ সম্পন্ন হবে বলেও জানান তিনি।

কর্পোরেশন রাস্তা প্রশস্ত হলে জনগণের অনেকটাই সুবিধা হবে বলে উল্লেখ করেন। শহরের রাস্তাগুলি নতুন করে নির্মাণ করা হলে যানজট, জল যন্ত্রণা সহ বিভিন্ন সমস্যা থেকে শহরবাসী যে নিস্তার পাবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেন না।

নদিয়াপুরে স্বামীর বাড়িতে হামলা, মারধর ও লুটপাটের অভিযোগ স্ত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধে

চুরাইবাড়ি, ১৮ই মে: ত্রিপুরার উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন নদিয়াপুর শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে চাঞ্চল্যকর এক ঘটনার সাক্ষী থাকল এলাকা। অভিযোগ, স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার এক স্বামীর উপর এবার সরাসরি হামলা চালানো হয়েছে।

জানা গেছে, স্ত্রীর বাবার বাড়ির লোকজন দলবল নিয়ে গভীর রাতে মেয়ের স্বামীর বাড়িতে চড়াও হয়। ঘরে ঢুকে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি জামাতাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ঘর থেকে নগদ অর্থ ও সোনার অলঙ্কার লুট করে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে ওই স্বামীর স্ত্রীও তার বাবার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় বলে জানা গেছে। ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় গোটা এলাকায়। নিরুপায় স্বামী শেষমেশ আশ্রয় নেন চুরাইবাড়ি থানায় এবং সুবিচারের দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হন।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রতিবেশীরাও অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দোষীদের শনাক্ত করতে তৎপরতা চালাচ্ছে প্রশাসন। এদিকে, পরিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য হামলা, লুটপাট এবং নারীর সহায়তায় এমন অপরাধ সংগঠিত হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে সমাজের নৈতিকতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। এখন দেখার, প্রশাসন কত দ্রুত এই ঘটনার সঠিক তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হয়।

সন্দেহজনকভাবে স্থানীয়দের হাতে আটক ৭০-৮০ জন অস্থায়ী শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ মে: সন্দেহজনকভাবে স্থানীয়দের হাতে আটক ৭০-৮০ জন অস্থায়ী শ্রমিক। তেলিয়ামুড়া রাজনগর টিভি সেন্টার সংলগ্ন এলাকা থেকে স্থানীয়দের হাতে আটক হয় ৭০-৮০ জন অস্থায়ী শ্রমিক।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, শনিবার রাত্রীকালীন সময়ে তেলিয়ামুড়া থানা পুলিশের কাছে খবর আসে, যে তেলিয়ামুড়া থানাধীন রাজনগর টিভি সেন্টার সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় এলাকাবাসীরা বেশ কিছু শ্রমিক"কে সন্দেহজনক ভাবে আটক করে। এবং বহু সংখ্যক শ্রমিক একসাথে আটক হওয়ায় ওই এলাকায় লোকসমাগম বেড়ে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং ঘটনাস্থল থেকে সন্দেহজনক শ্রমিকদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে।

থানায় নিয়ে আসার পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, সন্দেহজনকভাবে আটককৃত সেই শ্রমিকরা কোন এক কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে বৈদ্যুতিক লাইনের কাজে যুক্ত। এবং তাদের অধিকাংশের বাড়িই পশ্চিমবঙ্গে বলে তাদের দাবি।

শেষ সংবাদ প্রেরণ পর্যন্ত, তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ তাদের পরিচয় পত্র যাচাই বাছাই করে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। তবে ভারতবর্ষে বর্তমান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যেখানে ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, কোনো প্রান্তে যদি অপরিচিত এবং বহিঃ রাজ্যের শ্রমিক অথবা ব্যাক্তি ভাড়াটিয়া হিসেবে কারোর বাড়িতে থাকতে চায় তাহলে তাদের ভারতীয় নাগরিকের উপযুক্ত প্রমাণপত্র সহ একটি ফর্ম ফিলাপ করে নিকটবর্তী থানায় জমা করে রাখার জন্য, কিন্তু সেই জায়গায় একই সাথে অপরিচিত প্রায় ৭০ থেকে ৮০ জন নাগরিক তেলিয়ামুড়া থানা থেকে ঢিল ছুড়া দূরত্বে বসবাস করে আসছে, এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তাই এলাকাবাসী সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অপরিচিত সেই শ্রমিকদের"কে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এখন দেখার বিষয়, তেলিয়ামুড়া থানা পুলিশ সঠিক তদন্ত ক্রমে তাদের আসল পরিচয় জানতে কতটুকু সক্ষম হয়।

ধর্মনগরের মন্তেশ্বরী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে শতভাগ সাফল্য অর্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ মে: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বড়ুয়াকান্দি এলাকায় গড়ে ওঠা শিক্ষাভবন মন্তেশ্বরী স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা এ বছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

ধর্মনগর মহকুমার বড়ুয়াকান্দি এলাকার খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষাভবন মন্তেশ্বরী স্কুলে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা উশ্রী চক্রবর্তী সেন, প্রশাসক শুভঙ্কর সেন, উপাধ্যক্ষ উদিত সেন, প্রাক-প্রাথমিক বিভাগের ইনচার্জ মহাশ্বেতা সেনসহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

এদিন জানানো হয়, প্রতি বছরের মতো এবছরও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে। সকল পরীক্ষার্থীই সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে, যার মধ্যে বহু শিক্ষার্থী উজ্জ্বল ফলাফল করেছে। উল্লেখযোগ্য ফলপ্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন:বিপ্রদীপ দত্ত — ৯৭.২, অর্ঘ্যদীপ চৌধুরী — ৯৬.৮,সতিক নাথ — ৯৬.৬, স্পিতা দে — ৯৫.৮,আদিত্য ভট্টাচার্য — ৯৩.৮, তামদ্রিতা মজুমদার — ৯০.৪, অস্মিতা ডীহি ধর — ৮৯.৪, অন্তলীনা চৌধুরী — ৮৯, অর্পিতা ধর — ৮৯, বিনায়ক সিনহা — ৮৫.৮,বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই গৌরবের পেছনে রয়েছে শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, ছাত্রছাত্রীদের অধ্যবসায় ও অভিভাবকদের সহযোগিতা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কনভয়ের গাড়ি ছিনতাই, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

বিশালগড়, ১৮ মে: দেশজুড়ে যখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় জোর দেওয়া হচ্ছে, ঠিক তখনই সুরক্ষার প্রশ্নে বড়সড় ফাঁস সিপাহীজলা জেলায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কনভয়ের একটি গাড়ি ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল চড়িলামে। অভিযোগ, গাড়ির চালককে আটকে রেখে তাঁর মোবাইল ফোন, নগদ টাকা ও স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয় দুষ্কৃতীরা।

ঘটনাটি ঘটে চড়িলামের চা বাগান এলাকায়। চড়িলাম চা বাগানের কাছে গাড়িটিকে ঘিরে ধরে চালককে আটকে রাখা হয়। সেখানেই চালককে মারধর করে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার মোবাইল ফোন, নগদ টাকা ও গলার স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয় বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইসবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তা বেহাল অবস্থায়, সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ মে: ইসবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিতর পাখিরবাদা স্কুল সংলগ্ন রাস্তাটির বেহাল অবস্থা। অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

কৈলাসহর গৌরনগর ব্লকের অধীনে ইসবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিতর পাখিরবাদা স্কুল সংলগ্ন রাস্তাটির বেহাল অবস্থা। ওই এলাকায় প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ পরিবারের মত লোক বসবাস করছে, সামান্য বৃষ্টি দিলেই জলকাদায় একাকার হয়ে যায় উক্ত রাস্তাটি। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতকে এলাকাবাসীরা লিখিতভাবে এবং মৌখিকভাবে জানানোর পরও কোন ভূমিকা গ্রহণ করেনি। কার্যত একপ্রকার বাধ্য হয়ে এলাকাবাসীরা আজ রাস্তা সংস্কার কাজে হাত লাগায়।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ কচিকাচাদের স্কুলে যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, মুমূর্ষ রোগি কিংবা গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া একপ্রকার দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। যানবাহন চলাচল করা ওই রাস্তা দিয়ে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি প্রতিদিন ঘটছে ওই এলাকায় দুর্ঘটনা। এলাকাবাসীরা দাবি তুলেছে যাতে দ্রুত সেই রাস্তাটি সংস্কার করে দেয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর নথবা ওরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে হুশিয়ারি দেয়।

ভারতমাতার বীর সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বনমালীপুরে বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রা

আগরতলা, ১৮ মে : কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মাধ্যমে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা বাহিনী। ২২শে এপ্রিল সংঘটিত ওই জঙ্গি হামলার পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় সেনারা গুঁড়িয়ে দেয় ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি। পরবর্তীতে পাকিস্তান ড্রোন হামলার মাধ্যমে প্রতিশোধ নিতে চাইলে, সেই হামলাও ব্যর্থ করে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী।

এই প্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে রবিবার বনমালীপুর মন্ডলে বিজেপির উদ্যোগে এক "তিরঙ্গা যাত্রা" অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলার চন্দ্রপুর আইএসবিটির সামনে থেকে শুরু হয়ে এই যাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। হাতে তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে দেশপ্রেমের বার্তা ছড়িয়ে দেন অংশগ্রহণকারীরা।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থক।

রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, "সীমান্তে আমাদের সাহসী সেনারা দিনরাত নির্ভয়ে দেশের সুরক্ষায় নিয়োজিত। তাঁদের ত্যাগ ও সাহসের জন্যই আজ আমরা সুরক্ষিত। প্রধানমন্ত্রী মোদির দৃঢ় নেতৃত্বে ভারত আরও আত্মনির্ভর ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে।" তিরঙ্গা যাত্রার মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীরা ভারতমাতার বীর সৈনিকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং একতা, দেশপ্রেম ও সাহসের বার্তা জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas